"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

জাগো মা আমার।

[গীতি-কাব্য।]

জাতীয় সমিতি উপলক্ষে বিরচিত

এবং

আড়বালিয়া জ্ঞান-বিকাশিনী সভায় পঠিত।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত

প্রণীত।

৮নং ইডন্ হস্পিট্যাল ফাষ্ট লেন "অরুণ যন্ত্রে"

জি, সি, মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও আড়বালিয়া জ্ঞান-বিকাশিনী

সভার সম্পাদক শ্রীযদুনাথ বসু দ্বারা প্রকাশিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ছয় আনা

উৎসর্গ-পত্র।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বসু, বি, এল,

উকিল, হাইকোর্ট,

মাতুল মহাশয় শ্রীচরণ-কমলেষু।

মহাত্মন্,

আড়বালিয়া জ্ঞান-বিকাশিনী সভা আমাদের বড় যত্ন ও আদরের জিনিষ। যখন আমরা অল্প বয়স্ক বালক, তখন আমাদের জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশ্যেই উহা স্থাপিত হইয়াছিল। আপনি যে দিন উহার সভাপতির কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই উহার উন্নতির সূত্রপাত এবং উহার উদ্দেশ্য শত শাখায় বিস্তৃত হইয়াছে। বড় সুখের বিষয় এই যে, আপনার অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত সভা বিগত জাতীয় সমিতিতে যোগ দান করিয়াছিলেন। জাতীয় সমিতি সমগ্র ভারতবাসীর বিশেষ গৌরবের বিষয়। উহাতে যোগদান করিয়া অন্তর যে ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র গীতি-পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। আপনার বহুবিধ সদ্‌গুণ রাশির উপযুক্ত উপহার কোথায় পাইব! আপনার স্নেহ-ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনার গভীর স্নেহের উপর নির্ভর করিয়া আমার এই প্রিয় পুস্তকখানি প্রাণগত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। আপনার স্নেহের

বিজয় লাল।

উপক্রমণিকা।

বিগত ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় জাতীয় সমিতির অধিবেশনে আড়বালিয়া জ্ঞান-বিকাশিনী-সভা হইতে দুই জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন ; এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রণেতা তাহার মধ্যে একজন। পুস্তকের দোষ গুণ বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর। ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার প্রকোষ্ঠ বিশেষে নব প্রবর্ত্তিত প্রদীপালোকের ন্যায় জাতীয় সমিতি হৃদয়বান্ ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ আশার স্থল। এক্ষণে এই সমিতির পূর্ণ সংগঠনে প্রত্যেক ভারতবাসী অন্তরের সহিত যত্নবান্ হয়েন, যে উদ্দেশ্যে এই সমিতির সৃষ্টি তাহার সাধন পক্ষে সকলেই একাগ্রচিত্ত হয়েন, এবং সকলেই এই মঙ্গলাহ্বানে আহূত হইয়া এই নানাবর্ণ-প্লাবিত দেশে জাতীয় জীবনের সঞ্চার করেন, পুস্তকপ্রণেতার পাঠকবর্গ সমীপে ইহাই এক মাত্র প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ বসু বি, এ,
জ্ঞা, বি, সভা-সম্পাদক।
প্রকাশক।

কলিকাতা।

জাগো মা আমার

জাগো মা আমার, আজি শুভ দিন—
দ্যাখো চেয়ে তব কত সুসন্তান
পূজিতে তোমার ও চারু চরণ
কি সুচারু সাজে সেজেছে !

তুচ্ছ অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন
এক সূত্রে গাঁথা সকলের মন—
এক আশা হৃদে করিয়া পোষণ
দলে দলে কিবা মিলিছে !

আজি সুপ্রভাত, জাগো গো জননি,
পোহাল তোমার আঁধার রজনী—
দ্যাখো দ্যাখো অই দীপ্ত দিন মণি
নব রাগে কিবা শোভিছে !

জাগো মা আমার।

মধুর কিরণে হাসিছে তপন,
কিবা আলোময় সমস্ত ভুবন,
হৃদয়-আঁধার গিয়াছে এখন,
নব আশে সবে ছুটিছে !

অরুণ রবির কিরণ চুমিয়া
সুধীর সমীরে হৃদয় খুলিয়া
ফুল-বালা-দল হাসিয়া হাসিয়া
ঢালিছে সোহাগে সুরভ সার !

বিহঙ্গম কিবা মধুর ভাষায়
সুললিত তানে গাইছে হোথায়,
প্রাণের আবেগে মেতেছে হৃদয়
মরম বেদনা রবে না আর !

মাগো !
সপ্তশত বর্ষ মোহ-নিদ্রা-বশে
আছ অচেতন কাঙ্গালিনী বেশে,
শত প্রহরণ ক্ষীণ বক্ষ দেশে
সহিয়াছ আহা হ'য়ে মৃত প্রায় !

ত্যজি ঘুমঘোর চাও একবার,
মৃত দেহে নব জীবন সঞ্চার—
"জাগোমা" বলিয়া শুন বারবার
স্নেহের সন্তান ডাকিছে তোমায় !

এত দিন তোমা ভুলে ছিল যারা
দলে দলে আজি মিলিছে তাঁহারা,
পেয়ে নব প্রাণ হয়ে মাতোয়ারা
ঘেরিছে তোমার যুগল চরণ ;

অশ্রুবারি-ধারা সাদরে মুছাতে
ললাট-কালিমা যতনে ক্ষালিতে
অনন্ত হৃদয়-বেদনা জুড়াতে
কঠোর সঙ্কল্পে বাঁধিতেছে মন !

জাতীয় আসনে বসাতে তোমায়,
যশের মুকুট পরাতে মাথায়
সন্তানের কার্য্য সাধিতে ধরায়
সঁপিছে হৃদয় মহান ব্রতে ;

জাগো মা আমার।

মরম মাঝারে জাগিছে বাসনা,
করিতে এ মহা মন্ত্রের সাধনা,
তোমা তরে তারা বিমুখ হবেনা,
হৃদয়-শোণিত ঢালিয়া দিতে !

ভ্রাতৃ-দ্রোহী ভীরু নীচ জয় চাঁদ
পৃথুরাজ সনে করিয়া বিবাদ,
দস্যু সাথে মিলি ঘটা'ল প্রমাদ—
কঠোর শৃঙ্খলে তোমায় বাঁধিল ;-

অহো কি কুদিন ! স্মরিলে হৃদয়
ম্লান হয় মাগো ঘৃণায় লজ্জায়,
সন্তান হইয়া কেমনে তোমায়
চির পরাধিনী দুঃখিনী করিল !

কত মহা দস্যু সেই দিন হ'তে
অবাধে পশিয়া সোণার ভারতে,
কত যে শাসিল রক্ত মাখা হাতে—
শৃঙ্খলা বিধান ভাঙ্গিয়া দিল ;—

আসিল পাঠান, আসিল মোগল,
এল ছদ্মবেশে বণিকের দল,—
ঘোর অত্যাচারে চৌদিক প্লাবিল,—
ধন-রত্ন-রাজি লুটিয়া নিল !

বহিল তখন ভীম প্রভঞ্জন,
গভীর আঁধারে ডুবিল তপন,
ভীম নাদে হল অশনি পতন,
ঘোর কাল রাত্রি আইল হেথায় ;—

সে ঘোর তুফানে কত সুসন্তান
মরম বেদনে হারাইল প্রাণ,
করিল জীবন আহুতি প্রদান
কত সাধ্বী সতী অনল-শিখায় !

সেই দিন হ'তে আর্য্যের গৌরব,
বীরত্ব, মহিমা লুপ্ত হ'ল সব,
আর্য্য-সিংহাসনে বসিয়া দানব
আর্য্যের সুনাম করিল নাশ !

স্মরিলে সে দিন শিহরে হৃদয়
ফেটে যায় প্রাণ বিষম ব্যথায়
সে দুঃখ-কাহিনী ঘোষিবে ধরায়
যত দিন বেঁচে রবে ইতিহাস !

সেই দিন হ'তে সোণার ভারত
ভীষণ শ্মশানে হ'ল পরিণত,
কি বিকট খেলা খেলি ভূত-প্রেত
ভারত-শোণিত করিল পান ;—

কাঁদিল গৃধিনি, কাঁদিল শৃগাল,
এল ঘরে ঘরে মহা অমঙ্গল,
উঠিল চৌদিকে ক্রন্দনের রোল,—
হ'ল নরনারী মুমূর্ষু প্রাণ !

পর পদাঘাতে সন্তান তোমার
হইয়াছে কত ক্ষীণ কলেবর,
শত কশাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে তাহার
রক্ত ধারা বয়ে পড়েছে ;—

দিবস যামিনী লাঞ্ছনা সহিয়া,
পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি হৃদয়ে বহিয়া,
মর্ম্ম-ভেদী শোকে জ্বলিয়া পুড়িয়া,
'মা' 'মা' বলে কত কেঁদেছে !

সে মহা ক্রন্দনে কেঁদেছে সমীর,
রবি, শশি, তারা কেঁদেছে গভীর,
গিরি, নদী বন হইয়া অধীর
কতই কেঁদেছে উদাস প্রাণে !

তুমি অচেতন মোহ-ঘুম ঘোরে,
সে ক্রন্দন-ধ্বনি মুহূর্ত্তেক তরে
পশেনি তোমার হৃদয় মন্দিরে,
ফিরেও দেখনি কাহারও পানে !

মাগো !
আজি সুপ্রভাত বিধির বিধানে,
হাসিছে তপন বিমল কিরণে,
মঙ্গল আশীষ বহিছে পবনে—
"শাপ-ভ্রষ্ট আজি তোমার সন্তান !"

যত ভাই ভাই ছিল ঠাঁই ঠাঁই,
নির্জ্জীব নিস্তেজ নিস্পন্দ সদাই,
নব প্রাণে আজি জীবন্ত সবাই,
মিলিছে হরষে হ'য়ে এক প্রাণ !

একবার মাগো কর নিরীক্ষণ
কি মহা প্রবাহে ছুটিতেছে প্রাণ :—
পূজিতে তোমার বিমল চরণ
তব পুত্র-গণ সানন্দে সাজিছে ;—

"এস ভাই মোরা আজি প্রাণে প্রাণে
বাঁধিব সবারে প্রেমের বাঁধনে,
সঁপিব হৃদয় মায়ের চরণে,"
গাইয়া, সবারে সাদরে ডাকিছে !

কত দূর হ'তে কত সুসন্তান,
একত্র মিলিয়া হয়ে এক প্রাণ,
কি মহা যজ্ঞের করিল বিধান,
সাধিতে আদরে জননীর পূজা ;—

রাজসূয় যজ্ঞ এর কাছে ছার—
'জননীর পূজা' এ যজ্ঞের সার,
'আত্ম-বলিদান' দক্ষিণা ইহার—
এ যজ্ঞের নেতা 'ভারতের প্রজা'!

দেখ চক্ষু মেলি—
সভ্য বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিহার,
পঞ্চনদ-ভূমি, অযোধ্যা নগর,
দিল্লী, অগ্রবন, কাশী, কানপুর,
মথুরা-প্রয়াগ-নিবাসী-গণে,

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কর্ণাট নগর,
কচ্ছ, করাচি, সুরট সহর,
কত দেশ বাসী ক'ব কত আর,
হ'ল এক ঠাঁই প্রফুল্ল মনে!

হিমাদ্রি হইতে কুমারী পর্য্যন্ত
কত শত হৃদি হয়েছে জাগন্ত;
শুষ্ক ক্ষীণ দেহ কিবা বীর্য্যবন্ত—
কঙ্কালে জীবন ভরিছে;—

আর্য্যাবর্ত্ত আজি দাক্ষিণাত্য সনে
প্রাণে প্রাণে বাঁধা প্রেমের বন্ধনে,
পূজিতে মায়ের যুগল চরণে
কিবা মাতোয়ারা হয়েছে !

কি গভীর প্রেমে মিলিল সকলে—
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ গিয়াছে গো ভুলে,
দ্বেষ-অভিমান ভাষাইয়া জলে,
বেঁধেছে হৃদয় প্রণয়-ডোরে !

হাতে লয়ে হাত মহা কুতূহলে
গলাগলি হ'য়ে হেসে হেসে চলে,
শুভ আলাপন করে প্রাণ খুলে,
দিয়া আলিঙ্গন হৃদয় ভ'রে !

মুখে মধু হাসি, হৃদে প্রীতি-ভার,
শোভিছে উরসে তারকা সুন্দর,
জননীর দশা ভাবে নিরন্তর,
আপনার কথা ভুলিয়া !

করযোড়ে সবে পবিত্র অন্তরে,
অবনত শিরে, প্রেম-ভক্তি-ভরে,
করিয়া প্রণাম জগত-পিতারে,
যজ্ঞ-স্থলে এল ছুটিয়া !

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-যবন-খৃষ্টান,
অগ্নি-উপাসক, সাম্যবাদী গণ
নানাবিধ বেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থান
কিবা আলো করি বসিল !

লোকে লোকারণ্য পূজার মন্দিরে—
কত যে দাঁড়া'য়ে কাতারে কাতারে—
মুক্ত কণ্ঠে সবে একতান স্বরে,
'জয় জয় জয়' বলিল !

হোথা প্রতিধ্বনি আকাশ-নন্দিনী,
সেই জয় রবে হ'য়ে উম্মাদিনী,
'জয়-জয় জয়' বলিয়া আপনি
অবনি মাঝারে চলিল ছুটিয়া ;

পশিল সে রব অনন্ত অম্বরে
মাতাইল তায় দেশ দেশান্তরে
সঞ্জীবনী-সুধা হৃদয়-কন্দরে
ঢালিল, নির্জীব উঠিল মাতিয়া।

সসম্ভ্রমে উঠি দাঁড়াল সকলে
সুগভীর স্বরে 'জয়' 'জয়' বলে,
আনন্দ লহরী উঠিল উথলে,
যজ্ঞের সূচনা হইল ;

বঙ্গের * সুপুত্র প্রফুল্ল আননে
অভ্যর্থনা করি সমাগত জনে,
সানন্দে মায়ের কল্যাণ ঘোষণে
পূজার বোধন করিল !

উপযুক্ত † নেতা করি নির্ব্বাচন
যজ্ঞ-ভার তাঁরে করিল অর্পণ,
জয় জয় রবে ভরিল তখন—
মহোৎসবে সবে মাতিল ;

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। † দাদা ভাই নারোজী

সুজন সুনেতা সুমধুর স্বরে
জননীর নাম লইয়া সাদরে,
কত শুভ আশে তুষিল সবারে—
উৎসাহে হৃদয় পূরিল !

এস, ছুটে এস, কে আছ কোথায়,
আঁখি ভরে দেখ কি শোভা হেথায়-
দেখ আশা-লতা ফুল্ল-পুষ্পময়
রাজিছে কেমন মরুভূ'পরে ;

দেখ দেখ সবে কিবা শুভক্ষণ—
জাতীয় শক্তির শুভ উদ্বোধন—
শুন জয় গান শ্রবণ-মোহন
ভারত জননী-জীবন তরে !

পুরবালা সবে করি শঙ্খ-ধ্বনি
প্রাণ ভোরে সুখে দাও উলুধ্বনি,
আজি গো মোদের দুঃখিনী জননী
মোহ-নিদ্রা হ'তে জাগিবে !

জাতীয় শক্তির শুভ উদ্বোধন—
প্রাণপণে আজি কত পুত্রগণ
মহাসাধনায় সঁপিয়াছে মন—
জননীর দুঃখ ঘুচিবে!

যে মহাসাধনে রোমক-সন্তান,
রায়েঞ্জীর সনে করি প্রাণ পণ,
পূজিতে সাদরে দেবীর চরণ,
ঢালি দিয়া ছিল শোণিত-ধারা;

সে মহা সাধনে ভারত-সন্তান
করেছে উৎসর্গ হৃদি-প্রাণ-মন,
পূজিতে তোমার রাজীব চরণ,
হয়েছে আজিকে পাগল পারা!

নর আমেরিকা যে মহাসাধনে
তুলিয়া সদর্পে বিজয় নিশানে,
বসেছে সগর্ব্বে জাতীয় আসনে
জাতীয় জীবনে করিয়া ভর;

ভারত শ্মশানে সে মহা সাধনা
এতদিন পরে পাইল সূচনা,
ঘুচিবে মায়ের অশেষ যাতনা—
প্রাণের বেদনা রবেনা আর !

পুরবালা সবে করি শঙ্খ ধ্বনি
মরমের সাধে দাও উলুধ্বনি,
আজি গো মোদের দুঃখিনী জননী
মোহ-নিদ্রা হ'তে জাগিবে ;—

জাতীয় শক্তির শুভ উদ্বোধন—
প্রাণে প্রাণে আজি কত সুসন্তান
মহা সাধনায় সঁপিয়াছে মন—
জননীর দুঃখ ঘুচিবে !

ত্যজি ঘুম ঘোর জননী আমার
দুটি চক্ষু মেলি দেখ একবার,
ঘেরিয়া রয়েছে চরণ তোমার
স্নেহের ভকত সন্তান কত ;—

বৃটন-গৌরব হিউম্, কটন্
ক্ষত অঙ্গে তব ঔষধ লেপন
করিছে, জুড়াতে হৃদয়-বেদন,
কর আশীর্ব্বাদ তাঁদের মাতঃ !

জাগোমা, জাগোমা, বড় শুভ দিন,
কোলে তুলে লও তব পুত্রগণ,
সাদরে তাদের চুম্বিয়া বদন,
কর আশীর্ব্বাদ হৃদয় খুলে ;

কাছে কাছে তারা রবে অনুক্ষণ,
বেড়িয়া তোমার ও চারু চরণ,
তোমার সুকার্য্য সাধনে মরণ
হলেও তোমায় যাবেনা ভুলে !

সন্ধ্যাসমাগমে।

রবি অস্তাচলে গেল,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল,
মনোহর বেশে কিবা ধরা সতী সাজিল ;—
বহিছে সাঁঝের বায়,
বিহগ মধুর গায়,
শান্তির সমুদ্র মাঝে কোলাহল ডুবিল !
সুনীল আকাশ পটে
কত ফুল ফুটে ফুটে
ধরা পানে চেয়ে চেয়ে কিবা হাসি হাসিছে !
বিমল জোছনা-রেখা
ধরা মাঝে দিল দেখা—
রজত কিরণ-কণা উথলিয়া উঠিছে !
প্রফুল্ল গোলাপ বালা
কানন করিয়া আলা,
টুক টুকে কচি মুখে কি যেন কি বলিছে !

ধরিয়া মধুর তান
জগৎ গাইছে গান—
আনন্দ সাগরে আজি ধরারাণী ভাসিছে !

সোণার লতিকা মেয়ে
সমীর-চুম্বন পেয়ে
মরম আবেশে অই পড়িতেছে ঘুমিয়ে !

শ্যাম তরু-রাজি যত
মহান তপস্বী মত
বিস্ময়ে গম্ভীর ভাবে কি ভাবিছে দাঁড়ায়ে !

কুল-কুল-কুল স্বরে
তরঙ্গিণী বয় ধীরে
মধুর জোছনা-হাসি হৃদয়েতে মাখিয়া ;

পাইয়া নূতন প্রাণ
মেতেছে অযুত প্রাণ,
নব জীবনের গান গায় প্রাণ ভরিয়া !

মায়ের মন্দিরে অই
কি শোভা হয়েছে ভাই,
চলগো নয়ন ভরি দেখি গিয়া সকলে ;

দেখ চেয়ে কতলোক
পাসরিয়া দুঃখ শোক,
মায়ের চরণ ঘেরি দাঁড়াইয়া সদলে!
রজনী প্রভাত হ'লে
সকল সন্তান মিলে
জননীর পদ-ধুলি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিবে;
বিধাতার নাম ল'য়ে
মনে প্রাণে এক হ'য়ে
বিধিমতে তাঁর পূজা সযতনে সাধিবে।
আজি শুভ উদ্বোধন
সবে সুখে নিমগন,
ভাই ভাই মন সাধে আলিঙ্গন করিছে;
দুঃখ তাপ গেছে ভুলে,
অশ্রুধারা মুছে ফেলে
সুদৃঢ় প্রেমের ডোরে পরস্পরে বাঁধিছে!
আলোক মালায় ঘর
উজলিছে মনোহর—
দেব-নিকেতন-শোভা দেখ আজি ভুবনে;

দেব-ভাবে মগ্ন যেন
হয়েছে সবার মন,
পূজিবারে মহাদেবী মহামন্ত্র সাধনে !
ভুলিয়াছে অপমান,
দূরে গেছে অভিমান,
প্রাণে প্রাণে মিলে সবে স্নেহালাপ করিছে ;
হৃদয়-কপাট খুলি,
প্রীতির প্রবাহ ঢালি,
প্রাণের মমতা দানে পরস্পরে তুষিছে !
মরমের কত আশা—
অতৃপ্ত অনন্ত তৃষা—
কহিতেছে পরস্পরে মন-প্রাণ খুলিয়া ;
বাহিরের কোলাহল
তাদের মরম তল
পশেনা, গিয়াছে সবে জগতেরে ভুলিয়া !

প্রাণ ভোরে সবে দেখো গো তোমরা-
কি শোভায় আজি সাজিয়াছে ধরা,
ভারত সন্তান কিবা মাতোয়ারা
গভীর উল্লাসে সবে নিমগন ;—

বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বেহারী,
অযোধ্যা-তৈলঙ্গ-বোম্বাই-বিহারী,
দিল্লী-মহারাঠী হাতে হাত ধরি
করিছে সাদরে প্রেম-সম্ভাষণ !

মধুর হাসিছে, মধুর ভাষিছে,
প্রণয়-বন্ধনে সবারে বাঁধিছে,
অমৃতের ধারা হৃদয়ে ঢালিছে,
দুঃখ-জ্বালা-তাপ ভুলিয়ারে !

এমন সুদিন কভু দেখিনাই,
এমন সুমিল কভু হেরিনাই,
হেন সদালাপ কভু শুনিনাই—
প্রাণের পিয়াস মিটিলরে !

আনন্দের হাটে মিলি কুতূহলে
বেচিছে কিনিছে আনন্দ সকলে,
প্রাণ বিনিময়ে সবে দলে দলে
লভিছে কেমন শান্তি অনুপম !

সুমধুর তালে বাজিছে বাদন,
'জয় জয়' রবে পূরিছে ভবন,
সুললিত তানে বঙ্গের সন্তান
গাইল, আনন্দে "বন্দে মাতরম্"

●

* "বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং,
শস্য শ্যামলাং, মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুম-দল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
সপ্তকোটী কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈধৃর্ত খর-করবালে
কোঽভিধত্তে মাতরবলে!
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরং।
ত্বংহি বিদ্যা, ত্বংহি ধর্ম্মঃ
হৃদয়ে ত্বমসি মর্ম্মঃ
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে॥

* মল্লার—কাওয়ালী।

ভুজয়োস্ত্বমসি শক্তিঃ
চেতসি ত্বমসি ভক্তিঃ
সৃজামি তে প্রতিমূর্ত্তিঃ
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যা দায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।”

গভীর উচ্ছ্বাসে উথলে সঙ্গীত—
উদ্বোধন-গীতি কিবা সুললিত—
শত শত হৃদি হ’ল বিমোহিত
শুনিল সে গান অবাক হইয়া।

কি উৎসবে আজি মেতেছে ধরণী
কি আনন্দে আজি হাসিছে যামিনী—
মহা তীর্থ মাঝে শত শত প্রাণী
লভিছে সুপুণ্য হৃদয় ভরিয়া!

গাও প্রতিধ্বনি উল্লাসে মাতিয়া,
প্রতি ঘরে ঘরে ছুটিয়া ছুটিয়া,
সুধার সাগরে তরঙ্গ তুলিয়া,
‘বন্দে মাতরম’ সঞ্জীবনী গান ;

এ সময় যারা আছে ঘুমঘোরে,
অথবা আলস্যে রহিয়াছে ম’রে,
পশিয়া তাদের হৃদয়-কন্দরে
কর মাতোয়ারা সকলের প্রাণ !

মধুর মূরতি বঙ্গের সুকবি
সুধাকণ্ঠে অই প্রিয়তম রবি
সুধার সাগরে মন সাধে ডুবি
গাইছে সুখের * সম্মিলন-গান ;

শুনিয়া সকলে বিস্মিত অন্তরে
দলে দলে আসি ঘেরিছে কবিরে,
কবিবর আহা মধুমাখা স্বরে
করিছে সবারে সুধা বিতরণ !

* "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!

সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানেনা কে!

মান অপমান গেছে ঘুচে
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!

কতদিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় গো মাকে!"

---

* রামপ্রসাদীসুর।

'জননীর ডাকে মিলিয়াছি মোরা' !
কি মধুর গান ! আহা প্রাণ ভরা !
শুনিয়া শুকাল নয়নের ধারা,
জুড়াল বেদনা, পূরিল গো আশ

দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে জননী মোদের
ত্যজিছেন অই মহা ঘুম ঘোর,
কি সুচারু জ্যোতি ললাটে তাঁহার,
কি মধুর হাসি আননে প্রকাশ !

গাও ভাগীরথি—নদী-কুলেশ্বরী,
গাও লো যমুনে, সিন্ধু, গোদাবরী,
গাও পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা, কাবেরী
কল কল নাদে ভরিয়া প্রাণ !

আজিরে ভারতে সুখের রজনী,
বিধির বিধানে জাগিল জননী,
জয় জয় রবে পূরিছে অবনী—
ধন্য হল আজি ভারত-সন্তান !

মরমের সাধে হাসিছে রজনী,
ত্রিদিবের শোভা ধরেছে ধরণী,
সন্তোষ-সাগরে ভাষিয়া জননী
স্নেহ মাখা রবে ডাকিছেন অই—

কর প্রসারিয়া সুধা মাখা রবে
'আয়' 'আয়' বলি ডাকিছেন সবে,
প্রাণের বাসনা আজি গো মিটিবে,
চল চল মোরা তাঁর কোলে যাই।

রজনী গভীর হ'য়ে এল,
চারি দিক তিমিরে ডুবিল,
প্রকৃতি ঘুমায়ে অই প'ল,
চল চল সবে যাইগো ছুটিয়া ;

দেবতার নাম লয়ে মুখে,
প্রণমি মায়ের পদে সুখে,
আশীর্ব্বাদ লভিয়া মস্তকে,
জননীর কোলে পড়ি ঘুমাইয়া !

বৃটেনিয়া সমীপে।

ধন্য বৃটেনিয়া বীরের জননী,
শিরে শোভে তব স্বাধীনতা-মণি,
মোদের জননী বড়ই দুঃখিনী,
কাঙ্গালিনী বেশে রয়েছে হায়!

তোমার গৌরবে ভরিছে ভুবন,
তোমার মহিমা কে করে বর্ণন—
তোমার সুনাম করিলে স্মরণ
দাসত্ব সভয়ে দূরে পলায়!

অনন্ত বিশাল অবনী ভিতরে,
গহন কান্তারে, ভূধর-কন্দরে,
মরুভূ'-মাঝারে, অসীম সাগরে,
আছে কি কোথাও এ হেন স্থান?

যেখানে তোমার বিপুল বিক্রমে,
কোটী কোটী প্রাণী সভয়ে সম্ভ্রমে
না পূজে তোমায় ভকতি-কুসুমে,
না করে তোমার মহিমা গান?

তোমার কৃপায় ভারত-সন্তান,
মৃতকল্প দেহে পাইয়াছে প্রাণ,
গাইতেছে নব জীবনের গান,
মায়ের আসন আনন্দে ঘেরিয়া—

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুশিক্ষার ফলে
মিলিয়াছে আজি সবে দলে দলে,
মায়ের কল্যাণ সাধিতে সকলে
হৃদয়-শোণিত দিবে গো ঢালিয়া !

অন্ধকারে তুমি কি আলো জ্বালিলে,
নির্জ্জীব হৃদয়ে কি প্রাণ ঢালিলে,
শ্মশান মাঝারে কি ফুল ফুটালে,
তোমার শক্তির নাহি নাহি সীমা !

তোমার আদর্শে লভি নব বল,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা সুসন্তান দল—
জননীর মুখ করিয়া উজ্জ্বল—
ঘোষিবে সকলে তোমার মহিমা !

দাও সুখ-শান্তি ন্যায্য অধিকার,
দাও সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় সুবিচার,
আর কত কাল সহি অবিচার
ধূলি মাঝে মোরা লুণ্ঠিত রবো ?

হীনতা-কলঙ্ক মস্তকে ধরিয়া,
অধীনতা-বেড়ি চরণে বহিয়া,
অত্যাচার-জ্বালা হৃদয়ে সহিয়া,
কতদিন বল লাঞ্ছিত হ'বো ?

বৃটেনিয়া ! তুমি বীরের জননী,
শিরে শোভে তব স্বাধীনতা-মণি,
মোদের জননী আজি ভিখারিণী,
ছিল আগে তার বড়ই সুদিন ;

স্মরিলে সে দিন বিদরে হৃদয়,
বিষম সন্তাপে প্রাণ জ্বলে যায়,
জীবনের সাধ মুহূর্ত্তে ফুরায়,
শোক-অশ্রু-জলে ভাসে দুনয়ন !

সোণার ভারত সভ্যতার খনি,
অবনীর আহা ললাটের মণি—
বীরত্ব-বৈভব-জ্ঞানের জননী,
কেনগো কলঙ্কে রয়েছে ডুবিয়া ?

দেব-নিকেতন পবিত্র ভারত
কোন্ মহাপাপে হইয়া লাঞ্ছিত
দস্যু-পদতলে হয়েছে লুণ্ঠিত,
ইতিহাস তাহা কহিবে কাঁদিয়া !

বৃটেনিয়া ! তুমি বড় দয়াবতী,
দয়া করি নাশ তাহার দুর্গতি,
স্বাধীনতা-সুখ দাও তারে সতী,
ব্যাকুল হৃদয়ে এ ভিক্ষা চাহিছে।

ভারত-সন্তান বিপাকে পড়িয়া,
চারি দিকে ঘোর তুফান হেরিয়া,
তোমার মহত্বে মোহিত হইয়া,
স্বাধীনতা-ধন তোমায় সঁপেছে ;

দাও দয়া করি গচ্ছিত রতনে,
কর রাজ্যভোগ ন্যায় বিতরণে—
তোমার সুযশ নরনারী গণে
গাইবে হরষে সমগ্র ধরায়!

তোমার সুনাম গাইবে তপন,
গ্রহ, শশী, তারা, আকাশ-ভূষণ,—
বহিবে ভারতে শান্তির পবন—
দশ দিকে তব হবে জয় জয়!

বৃটেনিয়া! তব সুশাসনে,
হবে কি ভারতে এমন সুদিন;—
লভি স্বাধীনতা ভারত-সন্তান
পরাবে মায়েরে বিবিধ রতন—
আনন্দে বাজিবে বিজয়-ভেরী?

অত্যাচার-স্রোত নিবিয়া যাইবে,
অন্যায়, অশান্তি কোথাও না রবে,
দুঃখিনী মায়ের যাতনা ঘুচিবে—
অতীত মহত্ব আসিবে ফিরি?

বৃটেনিয়া !

সৌভাগ্য-তপন যার অস্ত গেছে,
নৈরাশ্য-আঁধারে যেজন ডুবেছে,
ধূলি মাঝে যেগো আসন পেতেছে,
কৃপা করি তারে তোল হাতে ধরি

সুসভ্য জগৎ তব জয় গান
গাইবে উল্লাসে হইয়া মগন,
ঈশ্বর তোমার অশেষ কল্যাণ
করিবেন তব সুকার্য্য বিচারি !

ভাগীরথী তীরে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি নগরাজ-নন্দিনি,
কিশোভা হয়েছে আজি হৃদয়ে তোমার-
সাধের তরণী খানি বুকে নিয়ে জননি,
মনোহর বেশে কিবা রাজিছ সুন্দর !
হরষে খুলিয়া বুক,
সুহাসে ভরিয়া মুখ,
মৃদু কল-কল-ভাষে কল-নিনাদিনী,
কি গান গাইছ মাগো পতিত পাবনি !

ছোট ছোট ঢেউ গুলি সমীরণে দুলিয়া
বিশাল বক্ষেতে তব কি খেলা খেলিছে-
একটি অন্যের সাথে পিছে পিছে ছুটিয়া
মরমের সাধে তব কোলেতে মিশিছে ;
আবার উঠিয়া ভেসে
আনন্দে ছুটিছে হেসে
তরঙ্গের শিশুগুলি হেলিয়া দুলিয়া,
কি রঙ্গে খেলিছে তারা হৃদয় খুলিয়া !

বুঝেছি বুঝেছি মাগো হর-শির-শোভিনি
এমন আনন্দে আজি কেন মাতিয়াছ ;
বুঝেছি বুঝেছি ওগো মনোরমা তটিনি
উল্লাসে খুলিয়া প্রাণ কি গান গাইছ ;—
অই যে তোমার কোলে
সোণার তরণী দোলে
বক্ষে লয়ে ভারতের শত সুসন্তান,
তাদের আনন্দে তব মাতিয়াছে প্রাণ !

পত্র-পুষ্প-লতিকায় তরীখানি শোভিছে,
বিবিধ বর্ণের কত উড়িছে নিশান,
তীরে দাঁড়াইয়া অই কতলোক দেখিছে
পুলকে বিস্ময়ে সবে হইয়া মগন !
নানা বাদ্য যন্ত্র চয়
একত্রে হইয়া লয়
মোহন নিক্কণ-স্রোত উথলিয়া উঠিছে,
তরল তরঙ্গ রঙ্গে নেচে নেচে ছুটিছে !

বিস্তৃত তরণী-বক্ষে হাসি মাখা আননে
মিলিয়াছে দলে দলে ভারত-ভূষণ,

জননীর মহাযজ্ঞ সমাপিয়া যতনে
করিছে সাদরে সবে স্নেহ-আলিঙ্গন ;
কুল-কুল-কুল-তানে
সুধা-ধারা বরিষণে
গাও লো উল্লাসে অয়ি হিমাদ্রি-নন্দিনি,
শুনাও সন্তানে যত পুরাণ কাহিনী !

একদিন সুরধুনি, ভারতের গৌরবে
কি যশ লভিয়া ছিল ভারত-সন্তান—
কতদেশ চমকিত অতীত সে বৈভবে
হয়ে ছিল, কে করিবে তাহার বর্ণন ?
তুমি সাক্ষী তরঙ্গিনি
স্বপ্ন সম সে কাহিনী,
আজি সে ভারত-গাথা শুনাও সন্তানে
প্রাণময় সঙ্গীতের ললিত সুতানে !

একদিন তব কূলে জয়ডঙ্কা তুলিয়া
বিজয়-দুন্দুভি-নাদে আর্য্যের সন্তান,
ভারতের অরিকুল মহাদর্পে শাসিয়া
জগতে ঘোষিয়া ছিল আর্য্যের সুনাম ;

তব তীরে একমনে
বসি সুখে যোগাসনে
করিয়াছে বেদগান আর্য্য ঋষিগণ,
ঘটিয়াছে ভারতের অশেষ কল্যাণ।

একদিন তব কূলে আর্য্য-কুল-ললনা
কত যাগ করেছিল প্রফুল্ল আননে—
ডালি ভাসাইয়া নীরে ইন্দু-নিভাননা
কত পুণ্য লভেছিল শত ব্রত সাধনে ;
কত শত যোগী ঋষি,
তোমার পুলিনে বসি,
দিব্য জ্ঞান উপার্জ্জনে তৃষিত অন্তরে
লভিয়াছে অমরতা অবনী ভিতরে !

কত শত বীরাঙ্গনা পতিপ্রাণা কামিনী—
প্রেমের প্রতিমা ফুল্ল সুরভি প্রসূন—
দয়ার সাগর কত স্নেহময়ী জননী,
জীবনের ধ্রুব তারা প্রণয়ী-রতন
হারাইয়া, তব কূলে
জ্বলন্ত চিতার কোলে

প্রাণের দয়িত পাশে সুখের শয়নে
লভিয়াছে চির শান্তি জীবন্ত মরণে!

অহো কি কুদিনে তব জল তরঙ্গে
পশেছিল আফগান, পাঠান মোগল,
দেখাইয়া কতলীলা শতবিধ কৌশলে
পশিল সুসভ্য বেশে বণিকের দল!
তব জল-পথ দিয়া
সাহসে বাঁধিয়া হিয়া
এসেছিল কত শত দস্যু অগণন,
জননীর সুখ-শান্তি করিতে হরণ!

কত যে ভীষণ চিতা তব জল সৈকতে
জ্বলিয়াছে ভীমদাহে ছাইয়া গগন,
কত ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে ভারতে,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই কত সুসন্তান;
অভাগা জননী মরি
কাঙ্গালিনী বেশ ধরি

কত যে কেঁদেছে আহা দিবস যামিনী,
আজি সে পুরাণ গান গাও লো তটিনি!

সে সব পুরাণ গান অভিনব করিয়া
শুভক্ষণে সুরনদি গাও প্রাণ খুলে,
সকল সন্তান মিলে হৃদি মাঝে গাঁথিয়া
রাখিবে, মায়েরে আর যাবেনাকো ভুলে!
মহাসাধনার ফলে,
আজি সবে দলে দলে,
এই যে মিলেছে সুখে বক্ষেতে তোমার,
তোমারেও ভুলে তারা রবে নাক আর!

বিমল সলিল-পটে সুষমায় শোভিত
মায়ের প্রতিমা খানি সোণার বরণে
মধুর আলেখ্য সম রহিয়াছে অঙ্কিত,
সাদরে সবারে আজি দেখাও যতনে;—
আহা সে সুখের দিনে
জননী প্রফুল্ল মনে
কোলে লয়ে কোটীপুত্র কি সুখে হাসিত,
দেখিয়া সকলে আজি হ'ক বিমোহিত!

কতকাল ধরি তুমি ভারতের মহিমা
গাইয়াছ কলনাদে অয়ি চারু হাসিনি,
গভীর আঁধারে হায় সে সকল গরিমা
ঢাকিয়াছে চিরতরে সুধা-কল্লোলিনি !
হৃদয়-কপাট খুলি,
স্মৃতিরে জাগায়ে তুলি,
সকলের প্রাণে প্রাণে শুনাও তটিনি,
পুণ্যভূমি ভারতের গৌরব-কাহিনী !

কত সাধনের ফলে মিলিয়াছে যাহারা
আর তারা কেহ তাঁরে কভু না ভুলিবে ;-
এই শুভদিনে পুনঃ প্রতি বর্ষে তাহারা
প্রেম-ভক্তি-ভরে তাঁরে সাদরে পূজিবে !
দেবতায় সঁপি প্রাণ,
একতায় বাঁধি মন,
বিপুল বিক্রমে ম্যাজি বীরের মতন
জীবনের মহামন্ত্র করিবে সাধন !

গাও গাও ভাগীরথি
পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতি
কল-কল-কল-তানে জগৎ প্লাবিয়া ;
জেগেছে জননী আজ,
ধরেছে অপূর্ব্ব সাজ,
বহুদিন পরে কোলে সন্তানে পাইয়া !

সুহৃদ সকাশে।

কোথাগো দ্বীপণ প্রাণের দেবতা
সুশীল উদার সত্য-প্রিয় বীর,
এস, ভারতের অদৃষ্ট-বিধাতা,
দেখে যাও আজি হর্ষ জননীর।

শুভক্ষণে তুমি ভারত-শ্মশানে
করেছিলে দেব শুভ আগমন
যোগীবর সম বসি যোগাসনে
করেছ কি মহা মন্ত্রের সাধন !

হাসি মাখা মুখে বুকভরা প্রেমে
কি যে শান্তিজল দিয়া ছিলে ঢালি,
সেই পূতনীরে এ শ্মশান ভূমে
জীবন-প্রবাহ উঠিছে উথলি !

কত মৃতদেহ বিশুষ্ক কঙ্কাল
জননীর পাশে আছিল পড়িয়া,
প্রেতদল করি ঘোর কোলাহল
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো তাদের টানিয়া

কি কুহকে তুমি কোন্ মন্ত্রবলে
শুভ শান্তি-বারি করিলে বর্ষণ,—
ঘোর বিভীষিকা দূর করি দিলে
নূতন জীবনে হাসিছে শ্মশান্ !

কি নিবিড় মেঘ ভারত-গগনে
অন্ধকার করি আছিল বেড়িয়ে,
মহা ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জনে
থর থরি বিশ্ব কেঁপেছে সভয়ে।

অনুক্ষণ মনে হইত ভাবনা,
এইবার দেশ গেল রসাতল ;—
এ কাল তুফানে কিছুই রবেনা
টুটিল মায়ের জীবনের বল !

তব মন্ত্র-বলে মেঘ উড়েগেছে—
কিবা নিরমল ভারত-গগন,
বজ্র-কড়মড়ি কোথা লুকায়েছে—
বহিছে সুখদ শান্তির পবন !

উজ্জল প্রভায় কিবা চাঁদ হাসে
তারকার মালা পরিয়া গলায়,
দিগাঙ্গনাগণ মরম উচ্ছ্বাসে
প্লাবিছে চৌদিক সঙ্গীত ধারায় !

ভারত সন্তান তব কৃপা-বলে
মৃতদেহে লভি নবীন জীবন,
একতার হার পরিয়া সকলে
সেবিছে উল্লাসে মায়ের চরণ।

কতদিন হ'ল এ দেশ ছাড়িয়া
গিয়াছ চলিয়া পুণ্যময় দেশে,
স্বজাতির প্রেমে মোহিত হইয়া
হয়ত ভুলিয়া রয়েছ এ দেশে।

দেখে যাও হেথা আসি একবার
জননীর আজি কি শুভ সময়,—
উথলে আননে সুধামাখা হাসি
কোলে পেয়ে শত সুকৃতী তনয় !

জননীর বুকে দেখ শিশু গুলি
হরষে মাতিয়া হেসে হেসে চায়,
প্রাণভরে সবে করি কোলাকুলি
একতান মনে কিবা গান গায়!

শত কণ্ঠ-হ'তে এই শুভ দিনে
উথলিছে কিবা সুমোহন তান,
শুন শুন হেথা সবে এক প্রাণে
গাইছে আনন্দে তব যশোগান!—

"বৃটন-গরিমা রীপণ প্রবর
চির সুখী হও ঈশ্বর কৃপায়,
তোমার সুনাম সবে নিরন্তর
ঘোষিবে হরষে সমগ্র ধরায়!

কোটী কোটী লোক হৃদয় মন্দিরে
ভকতি-কুসুমে পূজিবে তোমায়,
তব কীর্ত্তি-মালা সুবর্ণ অক্ষরে
রাজিবে জগতে ইতিবৃত্ত ময়!"

বিদায়।

নিবিয়াছে কোলাহল, নাচিছে জাহ্নবী-জল
শত শশী খেলিছে উরসে;
তারকা আমোদে মেতে, সুদূর আকাশ হ'তে,
উঁকি দিয়া পলাইছে হেসে!

নীরব নিশীথ-কোলে প্রকৃতি পড়িছে ঢলে,
হেরি নিজ বিমোহিনী বেশ;
মধুর বাঁশরী-তানে কে গায় উদাস মনে
হৃদে ঢালি ঘুমের আবেশ!

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া সমীরণ চুমি দিয়া
ফুটাইছে রাশি রাশি ফুল,
অবাক-নয়নে অই কামিনী, বকুল, জুঁই,
হেসে হেসে হ'তেছে আকুল!

বিহ্বল পাগল প্রাণে সুধীর অনিল সনে
চুপি চুপি কি কথা কহিয়া,
শত ফুল ধীরে ধীরে পুলকে শরম ভরে
বৃন্ত হ'তে পড়িছে ঝরিয়া!

চকোর চন্দ্রিকা পিয়ে ধাইছে উধাও হ'য়ে
সুখ আশে বিজন আকাশে,
রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘগুলি বায়ু-কোলে দুলি দুলি
ডাকিছে তাহারে হেসে হেসে !

সোণার বরণে সাজি তরু-লতা-বন-রাজি
কার পানে রয়েছে চাহিয়া—
বচন না সরে মুখে, পলক না পড়ে চখে,
শুধু হাসি পড়িছে খসিয়া !

কোথায় দু'এক পাখী চাঁদের কিরণ মাখি
নীলাকাশ করি সন্তরণ,
আলস্যে ঘুমের ঘোরে আধ-ফোট-ফোট-স্বরে
ছাড়িতেছে আধ খানি তান !

শিশির-সলিলে নেয়ে জোছনা পড়েছে শুয়ে
প্রকৃতির সুপ্রশান্ত কোলে,
ঝিঁ-ঝিঁ তানে ঝিল্লীগণ মহান বিশ্বের গান
গাইছে কেমন সবে মিলে !

আজি কি সুখের নিশি, প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
বাঁধা বাঁধি হৃদয়ে হৃদয়ে—
যে দিকে ফিরাই আঁখি স্তম্ভিত রয়েছে দেখি
চরাচর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে।

সুখের এ নিশাকালে ওই চারু হর্ম্ম্য-তলে
কত ভাই আনন্দে মিলিছে—
প্রাণ ভরে কত আশা, বুক ভরে ভালবাসা,
নিয়ে কিবা উল্লাসে ভাসিছে!

নিদ্রার কোমল কোলে
বিশ্রাম লভিবে বলে
প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাবে ছিল,
সকলের কণ্ঠ-স্বরে
স্থির ভাব গেল দূরে
সুপ্তধরা আনন্দে জাগিল!

চারি দিকে কল-কল উথলয় কোলাহল
যেন সবে উঠিছে মাতিয়া,
অধরে মধুর হাসি— প্রফুল্ল কুসুম-রাশি—
ফুটে ফুটে পড়িছে ঝরিয়া!

আজিকার নিশি ভোরে যে যার আপন ঘরে
যাইবে গো বিপুল হরষে,
তাই সবে পরস্পরে প্রেম-আলিঙ্গন ভরে
তিরপিছে বিদায়ের আশে !

অদৃষ্টের পুণ্য-ফলে কত ভাই দলে দলে
মিলেছিনু জননীর পাশে,
আজি গো বিদায় নিতে বাসনা আসেনা চিতে,
আঁখি দুটি দুঃখ-নীরে ভাসে !

দেশ দেশান্তর হ'তে কত ভাই একমতে
মিলে সুখে ছিনু কাছে কাছে ;
ভাবিতে মায়ের কথা নিবেছে প্রাণের ব্যথা
ক'টিদিন কি সুখে কেটেছে।

কি বলে বিদায় নিব কি নিয়ে যে ঘরে যা'ব—
বাসনার আদি অন্ত নাই ;—
অনিমেষ দু'নয়নে সকলের মুখ পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবিতেছি তাই !

খুলেছি হৃদয়-দ্বার, এনেছি প্রীতির ভার,
এসগো স্বদেশবাসী ভাই,
সবারে হৃদয়ে রাখি, প্রাণে প্রাণে মিশে থাকি—
এমন আনন্দ আর নাই !

রজনী প্রভাত হ'লে যাবে সবে গৃহে চলে,
আজীবন করিব স্মরণ ;—
তোমাদের সুখ দুখে প্রাণ মিলাইয়া সুখে
কাটিবে গো ক্ষুদ্র এ জীবন !

তোমাদের ভাই আমি—তোমাদের দাস আমি—
তোমাদের সুখে শান্তি পা'ব
তোমাদের প্রিয় কায সাধিতে না হ'বে লাজ
যে ক'দিন বাঁচিয়া রহিব।

যাও ভাই হাসি মুখে মস্তকে লইয়া সুখে
জননীর শুভ আশীর্ব্বাদ,
যাও সুখে হেসে হেসে প্রিয় পরিজন পাশে
শুনাতে মায়ের সুসংবাদ !

প্রেম-অশ্রু নিরমল করিতেছে টল মল,
ঢালিয়া দিলাম প্রেমভরে—
আর কি কোথায় পা'ব, কি দিয়ে বিদায় নিব ?
অশ্রু-কণা দিলাম সাদরে !

ছু'টি কর যোড় করে এমিনতি সকাতরে,
মাকে ভাই যেওনা ভুলিয়া
যেখানে সেখানে থাকি, 'মা' 'মা' বলে যেন ডাকি
সবে সদা হৃদয় ভরিয়া !

অরণ্যে বা কারাগারে অথবা বারিধি পারে
যে ক'দিন বাঁচিয়া রহিব,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা হ'য়ে ভকতি-কুসুম দিয়ে
সব ভাই মায়েরে পূজিব !

ভাই ভাই এতদিন ঠাঁই ঠাঁই লক্ষ্য-হীন
হ'য়ে মোরা কিফল লভেছি ;—
অনৈক্য-অসূয়া ভরে ঘৃণাকরি পরস্পরে
বিড়ম্বনা কতনা সয়েছি !

হীনতা-লাঞ্ছনা দিয়ে সময় গিয়াছে ব'য়ে
চারি দিকে ঘিরেছে আঁধার,
তুফান অজস্রধারে বহিয়াছে চারিধারে,
উঠিয়াছে ঘোর হাহাকার !

জীবনের সাধ গুলি নিরাশা-অনলেজ্বলি
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
নির্জীব জড়ের মত পড়ে থাকি অবিরত
হৃদি-তল পাষাণ হয়েছে !—

এক অঙ্গ বেদনায় অবসন্ন হ'লে হায়,
আর অঙ্গ হয় নি বিকল ;
এক চক্ষু নিগৃহীত, কিম্বা হ'লে উন্মূলিত,
আর চক্ষু ফেলে নাই জল !

একহৃদি পদতলে দলিত লুণ্ঠিত হলে,
আর হৃদি আমোদে হেসেছে ;
নির্যাতনে এক প্রাণ হইয়াছে ম্রিয়মাণ,
আর প্রাণ আনন্দে ভেসেছে !

তীব্র জ্বালা বুকেধরি দুঃখিনী জননী মরি
প্রাণের পুত্তলিগণে হেরে,
দিন নাই, ক্ষণ নাই— বিরাম বিশ্রাম নাই—
ভাসিয়াছে সদা আঁখিনীরে !

যাহার প্রসাদে আজি হাসিছে জননী সাজি
শত পুত্র কোলেতে লইয়া—
ভাই ভাই এক মনে মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে,
তাঁরে যেন যাবাই ভুলিয়া !

তিনি বিনা এসংসার অনিত্য, অসার, ছার,
তাঁরে ভুলে কে পারে থাকিতে ?—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে পূজে প্রেম-ভক্তিভরে,
তাঁরে ছেড়ে কে পারে বাঁচিতে ?

তাঁর পদে সঁপি প্রাণ, দূর করি অভিমান,
কোটি হৃদি বাঁধি একডোরে,
কোটি জীবনের আশা, কোটি হৃদয়ের তৃষা
ভাসাইব এক স্রোত-ধারে।

কোটি কণ্ঠ এক সনে মিলাইয়া একতানে
গা'ব সুখে একই সঙ্গীত,
বহুক ভীষণ ঝড় হ'ক বিশ্ব তোলপাড়
মোরা তা'য় হ'ব না শঙ্কিত !

বিপদে সম্পদে মোরা তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা
হ'য়ে তাঁরে ডাকি প্রাণ খুলে,
জীবনের মহাব্রত মনসাধে অবিরত
সাধিব গো চারুতার বলে !

চাহিনা অস্ত্রের বল,— চাহিনা পাশব বল—
চরিত্রের বল যেন পাই ;—
সুবিশাল জগতেরে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে
হৃদয়ের চারু শোভা চাই !

দূরে যাবে ঈর্ষা-দ্বেষ, রবেনা ঘৃণার লেশ—
ছোট বড় ভেদাভেদ জ্ঞান—
সাম্য-মৈত্রী-প্রেম-ভরে আত্মবলে ভর করে
জাগিবে গো কোটি কোটি প্রাণ !

স্বর্গীয় বিমল তেজে, শোভিয়া অপূর্ব্ব সাজে,
সবে মিলে উঠিব মাতিয়া ;
উদ্যম-সাহস-বলে বীর-দর্পে সবে মিলে,
একপথে চলিব হাসিয়া !

উন্নতির সিংহাসনে বসিয়া প্রফুল্ল মনে,
'মা' 'মা' বলে সাদরে ডাকিব ;
স্বর্গের কিরণ রাশি চুমিবে তাঁহারে আসি,
ফুল্ল প্রাণে সে শোভা হেরিব !

দ্বেষ-হিংসা পরিহরি, নিজবলে ভর করি,
পুণ্যপথে যে জাতি চলিবে,
সমস্ত জগৎ কেন হউক না একমন,
তার গতি কেমনে রোধিবে ?

সুমধুর কল গানে নদী যবে সিন্ধু পানে
ছুটে যায় নাচিয়া নাচিয়া,
গভীর সাগর-জলে দিতে সুখে প্রাণ ঢেলে
হৃদয়েতে তরঙ্গ তুলিয়া,

বিমল সে স্রোত-জলে স্নান করি কুতূহলে,
ফুল ফলে শোভে বসুমতী,
কে আছে গো এ ধরায় সে স্রোত ফিরাতে চায়—
কার সাধ্য রোধে তার গতি ?

যত তার বল আছে, দেখাক্ তাহার কাছে—
বাতুলের পরিশ্রম সার ;—
তরঙ্গিনী মহা রোষে তারে নিয়ে যাবে ভেসে-
জল-গর্ভে সমাধি তাহার !

মোদের হৃদয়-নদী একত্রে ছুটেগো যদি
তেমনি উন্নতি-পারাবারে,
জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রেম-বল উজলিবে ধরাতল
জগৎ ভরিবে শান্তি-নীরে ;

কে ধরে এহেন মতি ফিরাতে মোদের গতি—
নিবাতে সে হৃদয়ের বল ?
সমবেত শক্তি ভরে ডুবাইব মোরা তারে—
আশা তার হইবে বিফল !

সম্মুখে তরঙ্গ ভঙ্গে কল্লোলি বিচিত্র রঙ্গে
গরজিছে উন্নতি-সাগর,
হৃদয়ের নদীগুলি এক সাথে সবে মিলি
মিশুক হৃদয়ে গিয়া তার।

স্বদেশ-গৌরব-তরে এ মন্ত্রণা সাধিবারে
প্রাণ-দীপ নিবে যদি যায়,
নিবুক না, হেসে খেলে বিশ্ব-জননীর কোলে
র'ব সুখে—কি ক্ষতি তাহায়?

রজনী গভীর হ'ল বিদায় সময় এল
এস ভাই হাসি মাখা মুখে,
প্রেম-অশ্রু বরিষণে স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গনে
বিদায় লভিগো সবে সুখে।

এই চারি শুভদিনে পরস্পরে ফুল্লমনে
যে যে কথা বলেছি সকলে,
লাজ-ভয় পরিহরি অভিমান দূর করি
সাধিতে না যাই যেন ভুলে।

কথায় বলেছি যাহা কাজে যেন করি তাহা,
কথা যেন বিফল না হয়,
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দোষে যেন আহা পরিশেষে
ধরা মাঝে কলঙ্ক না রয় !

মরমে পাইয়া ব্যথা কতদিন কত কথা
বলিয়াছি গগন ধ্বনিয়া,
বলিতে শরম পাই, কায কিছু করিনাই—
কায মোরা গিয়াছি ভুলিয়া !

কেবল কথায় ভাই কোন কায হয় নাই,
কথা কাজে প্রভেদ বিস্তর,
কথা মতে করি কায পরিহরি ভয় লাজ,
রাখি যেন সম্মান কথার !

করুণানিধান দেব, প্রণমি চরণে তব,
আশীর্ব্বাদ কর গো সবারে,
প্রেম-প্রীতি বিনিময়ে, তোমার প্রসাদ নিয়ে,
ফুল্লমনে যাই মোরা ঘরে।

আবার বরষ পরে,   তোমার করুণা-ভরে,
স্বদেশের অযুত সন্তান,
এক প্রাণে কুতূহলে,   মিলে সবে দলে দলে,
গায় যেন দেশ-হিত-গান।

. সমাপন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল
সম্পাদিত

অশ্রু-কণা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

A sea of melting pearl,--which some call tears

Shakespeare

পিপেল্‌স লাইব্রেরী:
২৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪ সাল।

ভূমিকা।

এক্ষণকার ও পূর্ব্বে লিখিত কতকগুলি কবিতা একত্রিত করিয়া ‘অশ্রুকণা’ প্রকাশিত হইল। অধিকাংশ কবিতা শোক-সম্বন্ধীয় বলিয়া পুস্তকের নাম ‘অশ্রু-কণা’ রহিল। সংসার সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে?

‘ভারতী’ এবং ‘কল্পনাতে’ ইহার কতকগুলি কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের সম্পাদন-ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল লইয়াছেন। তিনি যথেষ্ট যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত কবিতাগুলি নির্ব্বাচন ও স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

উৎসর্গ।

৺ নরেশচন্দ্র দত্ত

প্রিয়তমেষু।—

সূচী

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৭	ভাঙা প্রাণ ?	ভাঙা প্রাণ,
৬০	২	কিগো সংগোপনে	কিগো আছে সংগোপনে ?
১১৩	৮	সুছন্দে কুন্তল গাঁথা,	সুছন্দ কুন্তলে গাঁথা

অশ্রু-কণা।

উপহার।

যা ছিল আমার, দেছি ;
মোর যা, তোমারি সব।
সবি পুরাতন, সখা,
আছে অশ্রু-কণা নব।

এ নয় সে অশ্রু-রেখা,
মানাতে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না
দেখা হ'লে ফুল-বনে।

সে অশ্রু এ নয়, সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল-থরে।

এ শোকাশ্রু !
নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু !
বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু !
হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু !
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।

কোথা আছ নাহি জানি,
জানি না হৃদয় তব !
যা ছিল, সকলি দেছি,
লও এ শোকাশ্রু নব।

কবিতা।

উচ্ছ্বসিত হৃদি-খানি ল'য়ে উপহার,
অতি আকুলিত প্রাণে,
চাহিয়া মুখের পানে,
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর !

কহি তোরে বার বার,
কাছেতে এসো না আর !
তোরে হেরি উছলি উঠিবে আঁখি-জল !
খুলিস্ না, থাক্ রুদ্ধ স্মৃতির অর্গল।

বিদায়—বিদায়, বালা !
কবি সনে কর' খেলা।
হেথা, অশ্রু-জলে সিক্ত হবে পরাণ তোমার !
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর ?

পূর্ব্ব-ছায়া।

সতত কোথায় যেন কে করে গো হাহাকার!
কেঁপে কেঁপে ওঠে বায়ু ল'য়ে প্রতিধ্বনি তার।
কে কাঁদে কিসের লাগি,
কে ক'রেছে সর্ব্বত্যাগি?
কেন এ করুণ রোল ঘেরে মোর চারিধার?
কেন বুকে উঠে শ্বাস,—যেন প্রতিধ্বনি তার!

একটি বিধবার প্রতি।

এ—সঙ্গিনী তোমার,
পারেনি করিতে পূর্ব্বে প্রিয়-ব্যবহার।
অদৃষ্ট এখন তারে নিদয় হইয়া,
অশ্রু-স্রোতে গেছে, সখি, তোমাতে লইয়া!
ব'লো না এখন আর,
হৃদয় পাষাণ তার।
এখন সে সদা ভাবে তোমাদেরি কথা।
হৃদয়ে বহিছে সে যে তোমাদেরি ব্যথা!

স্বপ্ন।

কে তুমি করুণাময়ি, রজনী গভীর হ'লে,
নীরবেতে একাকিনী নেমে এসো ধরাতলে ?
দেখিয়া দুখীর দুখ সজল কমল-আঁখি,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু মুছে দাও বুকে রাখি।

মহান্ জগত এই, উদার প্রকৃতি-রাণী
দেখাইতে পারে নাক কিছুতে যে ক'রা-খানি ;
অতীতের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,
গত-সুখ-রঙ গুলি'
ধীরে ধীরে ল'য়ে তুলি
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়-তলে !

হায় কেন ?

হায় কেন—কেন আর পোড়াও দগধ হিয়া !
কত ক'রে ঢাকি যে গো শত আবরণ দিয়া !
সে প্রেম-অমিয়া যদি বিষে পরিণত হ'লো,
তবে কেন আর, সখা, স্বপন মিলন বলো !

কেন মরীচিকা হ'য়ে
ভুলাও এ শ্রান্ত হিয়ে ?
তৃষিতে যাতনা দিয়ে, মিছে আর কিবা ফল ?

হৃদয়-পাখী।

আবদ্ধ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায় ?
যতনে তনু-পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে ;
সুমধুর প্রেম-ফল,
সুবাসিত সুখ-জল,
অতি প্রিয়-সম্বোধনে দিতেছি তাহায়।
তবু এ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায় !
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায়

একি ?

ঝটিকায় ধূলি যথা ঘুরিয়া—ঘুরিয়া,
উড়িয়া, যতেক কিছু দেয় পুরাইয়া।
নয়ন মেলিতে কিছু স্থান নাহি রয়,
চারিদিকে ক'রে ফেলে কুজ্ঝটিকাময়;
তেমতি—
প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সাঁঝে, বুকের ভিতর
পাকিয়া, ঘুরিয়া—একি ওঠে নিরন্তর ?

কত দিন।

কত দিন দেহ হেন, হ'য়ে দীন হীন,
বহিবে জীবন-ভার লুটায়ে ধূলায় ?
কত দিন হৃদি এই ভগন কুটীরে,
রুদ্ধ কণ্ঠে ব'সে ব'সে গা'বে গান হায় !
সমাপন কবে হবে এই দুখ-গান ?
কবে রে মুদিব আমি সজল নয়ান ?

কি দেখিতে, নেত্রে আর সলিল ভরিয়া
জগত-পথের ধারে র'য়েছি পড়িয়া ?
কে মোর মুছাবে অশ্রু বসন-অঞ্চলে ?
নিজে মুছে হেথা হ'তে ধীরে যাই চ'লে !
যেতে—যেতে, চ'লে যেতে, চাহে না ত কেহ !
কেন এ করুণ দৃষ্টি, পরিশ্রান্ত দেহ ?

মরীচিকা ।

দিন দিন গণি দিন ; পায় পায় পায়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায় ?
হেথা ত হ'লো না সুখ, অবিরত বলি—
জানি না কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি !
সকলেই কেঁদে যায়, তুলে এক তান,
পূরিল না সাধ বলি মুদে দু-নয়ান ।
ভুলে গিয়ে কল্পনার মধুর অমৃত বোলে,
পাগলের মত যায় ছুটে কল্পনার কোলে !
—কে বলিবে সেথা গিয়ে পূরে কি প্রাণের আশ ?
অথবা, আঁধারে বসি ফেলিবে দীরঘ-শ্বাস !

অশ্রু-কণা।

ওরে—ওরে মন মোর, কে আশ্বাস দিল তোরে,
আশার রতন আছে—ভাবীর আঁধার ঘোরে !
নিশ্চিন্তেরে হেলা করি অনিশ্চিতে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাগ্যে ঘটে শুধু হা-হুতাশ।
আকুল হইয়া তবে, [illegible] ছুটে !
মরিবি কি অন্বেষণে আঁধারেতে কাঁটা ফুটে ?

হেথা—

আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি,
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি।
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস,
পরাণে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস।
হরষের হাসি আছে, দুখের নিশ্বাস,
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস।
আছে বিহঙ্গের গান, কুসুম-বিকাশ,
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ।
ঊষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা,
স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালবাসা।
সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন,
নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিস্মৃতি, স্বপন।

খেলা আছে, ধূলা আছে, আছে আলোচনা,
জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা।
জনম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য, রোগ,—
নিত্য নব লীলাময় জগতের ভোগ!

তবে—
আকাশের পানে চেয়ে, সজল নয়নে,
কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল মরণে?
ভাব—ভাব একবার
জীবনের পর-পার!
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয়!
কি করিবি—কি করিবি তখন, হৃদয়?

কোথায় ।

কোথায় গিয়েছে, কোথায় র'য়েছে,
পাব কি আবার, হায় !
দেহান্তে কি আছে ? কে মোরে বলিবে !
দেহান্তে পাব কি তায় !
যদি নাহি পাই, দেহান্ত না চাই,
হারাব কেন এ দুখ !
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ !
তার প্রেম-আশ, তাহার আবাস,
তাহার আমি—এ বাদ,
তাহার এ দেহ, তাহার বিরহ,
ত্যজিতে নাহিক সাধ !
পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
চাহি না মরণ-পার ।
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার !

কেন আর ?

বাছারা ! কেন রে তোরা এমন করিয়া,
দিবা নিশি কাছে কাছে বেড়াস্ ঘুরিয়া ?
শুষ্ক শাখে কেন আর ফুটাস্ মুকুল ?
নূতন বেদনা দিয়ে ঝরে যায় ফুল !

ওই—ওই তোদের ও কচি মুখ-গুলি,
ওই—ওই তোদের ও মিষ্ট খেলা-ধূলি,
ওই রে তোদের হাসি কান্না সুধাধার,
কালের আগুণে হবে স্মৃতির অঙ্গার !

সবে তোরা দূরে দূরে থাকিস্ তফাত,
লাগিবে না মার গায়ে তা হলে আঘাত।
শিরীষ-কুসুম সম ও সব হৃদয়,
নিতান্ত কাটিবে কি রে কাল নিরদয় !

ভয়ে ভয়ে।

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি ঠোঁট ছুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ,
দেখে কি কাঁপিছে বুক ?
—ঢল ঢল আঁখি-যুগ ছল ছল নীরে !
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই' ;
ডাকিলেই এস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে !
আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
কাঁপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে !
মুচেছি, মা, আঁখি-জলে ;
ভয় কি, মা, আয় কোলে !
ডাকি দেখ্ 'মা, মা,' ব'লে,আয় বুকে, রাণি রে
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখ-হাসি-খানি রে !

শোভনা।

স্নেহের আদেশ তব করিয়া স্মরণ,
শেষের নিদেশ সেই করিয়া পালন
শুয়েছে—উল্লাস, সাধ, মুদিয়া নয়ন;
ক'রেছে হৃদয় মোর ধূলিতে শয়ন।
নিদাঘ প্রান্তরে ক্লান্ত শুইয়াছে তৃষা;
অচেতনে শুয়েছে সাধের ভালবাসা।
শুয়েছে বিছায়ে স্মৃতি শুষ্ক পর্ণ-রাশি;
শুয়েছে অশ্রুর কোলে হরষের হাসি;
কাঁদিয়া শুয়েছে মোর প্রভাতের প্রাণ।
এ জনমে করিবে না কেহ গাত্রোত্থান!

প্রাণের সমুদ্র।

প্রাণের সমুদ্রে প'ড়ে সাঁতারি উঠিতে চাই!
সুবিস্তৃত নীল জল, কূল না দেখিতে পাই।
কোথা হ'তে কোন সূত্রে, হেথায় প'ড়েছি এসে?
জানিনাক, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথায় যেতেছি ভেসে

ফিরে ফিরে, ধীরে ধীরে যেতে চাই তীর-পানে ;
কোথা হ'তে আচম্বিতে ভাসায়ে নে যায় বাণে।

অতি ক্ষুদ্র দল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘা'য়,
কতক্ষণ রব টিকে, এমনি ভাসায়ে কায় !
দয়া ক'রে, ফেল মোরে ভাস'ইয়া উপকূলে,
নহিলে ডুবে যে মরি, পাথের অতল-তলে !
তীরে প'ড়ে শুকাইতে, ভালবাসি—তা-ই চায় ;
শুকাতে জনম মোর, শুকায়ে ত্যজিব কা'য় !

ভাব।

বৃথা তোর ভালবাসা, বৃথা তোর আরাধনা !
নিয়ত নির্জ্জনে বসি,
তোর ওই মুখ শশী
বৃথায় দিবস নিশি করিলাম উপাসনা !

একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি,
অনন্তে মিশায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী !

ফুটিল, ঝরিল কত সুখের কুসুম-কলি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি!

আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিনু, ওরে?
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝ'রে!
শীতের কাননে মোর সবি শুষ্ক তরু-লতা।
ভেবেছিনু তোরে ল'য়ে ভুলিব সকল ব্যথা!

ওই গলা ধ'রে তোর, জোড়া দিয়ে ভাঙা প্রাণ?
জীবনের কুজ্‌ঝটিকা, গানে হবে অবসান।
জানি না তোরেও ধ'রে শেষেতে পড়িব ফাঁকি!
বলিব যা মনে ছিল, কই তা? সকলি বাকী!

গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান!
এ জনমে কিছু ভবে বলা হইল না কথা!
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা।

জগত।

মাথা মোর ঘুরে গেল সারা দিন ভেবে ভেবে!
এ ধরা—স্বপ্ন না সত্য? কে মোরে বুঝায়ে দেবে?

সত্য যদি, তবে সব কোথা যায় চ'লে,
ছায়া-বাজি সম, ক্ষণ ছায়া-মায়া খেলে?
ওই যে কুসুম-রাণী, কচি মুখে হেসে,
জল করিয়াছে আলো হরষে সরসে,
সৌরভেতে আমোদিত হ'য়েছে উদ্যান,
ঝঙ্কারি ফিরিছে অলি গেয়ে প্রেম-গান।
ও সুষমা সজীবতা হেরিয়া নয়নে,
সত্য বলি কার উহা নাহি লয় মনে?
কার মনে হয় ওর চিহ্ন নাহি রবে!
ভোজ-বাজি সম শেষে শেষ হয়ে যাবে!
শুকাবে সরসী-বারি সময়-অধীনে,
শুকাবে সরোজ-লতা জীবন বিহনে!

আজ যেথা সর-জলে সরোজিনী পাশে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলি গুলি ফুটেছে উল্লাসে;

কাল—

মায়ার বিচিত্র পটে দেখিতে দেখিতে,
হাসিবে রূপসী হোথা চারু প্রসাদেতে।
এখন যথায় নীরে কলি-গুলি দোলে,
দুলিবে তথায় শিশু জননীর কোলে।
আবার কালের করে, সে আনন্দ-হাট,
ঘুচে মুছে ধূ ধূ সুধু করিবেক মাঠ!
যুগান্তে সে মাঠ পুন ডুবে যাবে জলে,
ছুটিবে সাগর-ঊর্ম্মি কল্লোলে কল্লোলে!
কালেতে সমুদ্র পুন শুষ্ক হ'য়ে যাবে,
অনন্ত সলিল-হৃদে দাগ না রহিবে।

তবে—

এ ধরা—স্বপ্ন না সত্য? কে ক'বে নিশ্চয়!
সত্য কভু একেবারে হয় কি রে লয়?
আহা, শুকাইবে ফুল, শুকাইবে তুমি!
মিলাইয়া যাব হায় এ সাধের আমি?

আকুল ব্যাকুল হৃদি।

আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে !
শূন্য দৃষ্টে চেয়ে আছি, শূন্য আকাশের পানে !
জীবন যাতনা যেন, যেন অভাবের ঘোর !
পিছনে ফেলিছে যেন কে নিশ্বাস, আঁখি-লোর !
উড়ু উড়ু প্রাণ পাখী, বাঁধা র'তে নাহি চায় !
কোথাকার বন-পাখী সতত কাঁদিছে হায় !

ধ্রুব।

জীবনের বিভাবরী
দীর্ঘ-শ্বাসে শেষ করি,
চেয়ে আছি হায় যেই প্রভাত আশায় ;
আশা-তৃণগাছি ধরি,
বিরহ-পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি ;—পাইব কি তায় ?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায় !

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হবে যেতে ?
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার !
কে ব'লে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে ?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার !

অনন্ত নেপথ্য-মাঝে,
সে যেন কোথায় আছে !
মাঝে মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয় !
আকুল পরাণ, হায়,
ঘরে না রহিতে চায় !
সদা যাই—যাই গায়, উদাস হিয়ায়।

এমন বিষণ্ন চিতে,
চাহিয়া চাহিয়া পথে,
দারুণ চাতক-ব্রতে কত রব, হায় !
মধুরে বাজিছে বাঁশী,
হাসিছে কুসুম-রাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য ভায় !

র'য়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায়!
আশার শিশির-বারি
সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি,—হবে কি বৃথায়?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

কোথা আছ,—কোথা তুমি,—কত দূরে হায়!
জীবনের বিভাবরী ফুরাইয়া যায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

দেখা হ'লে।

জমায়ে জমায়ে তোরে রেখে দিব, মন-কথা !
সেই দিন—দেখা হ'লে, দেখিবি হ'য়েছ গাঁথা !
দেখিতে দেখিতে কোথা হাসিবে ঈষৎ হাসি,
কভু বা কোথায়—দেখি, আঁখি-জলে যাবে ভাসি।
তার—
সে জল দেখিয়া, আঁখি, তুইও বরষিবি জল !
তনু রে ! বিবশা হ'য়ে কোথায় পড়িবি বল্ !
যখন রে তোর পানে পড়িবে তৃষিত আঁখি,
চমকি উঠিয়া, মন ! ভেঙ্গে তুই যাবি নাকি !

না—না !
আনন্দে সরমে তুই রহিবি আনত হ'য়ে,
ফুট-ফুট-হাসি তুই, ফুটিবি না ভয়ে ভয়ে।
কর ! সে কুন্তল-গুলি ধীরে ধীরে গুছাইবি,
সলিলে পূর্ণিত আঁখি অঞ্চলে মুছায়ে দিবি।

জমাইয়া রাখি তবে, মোর সাধ আশা-গুলি,
সেই দিন দেখা হলে দেখাইব খুলি খুলি।

তার—

দেখিতে দেখিতে মনে পড়িবে এ ধরাধাম,

মৃদু হাসে মৃদু শ্বাসে সুধাবে তাদের নাম।

গত-জন্ম মনে করি চাহিয়া ধরণী-পানে,

কত স্মৃতি, সুখ, স্বপ্ন, কাঁপিবে দুইটি প্রাণে!

একাদশী নিশি।

আমার হৃদয়-নিধি, নিশা, কেড়ে নিয়ে গেলে!

কোন্ লাজে এসে পুন হেসে দরশন দিলে?

আবার আজি কি আশে

আসিলে এ শূন্য বাসে?

কেমন আঁধার হৃদি, তাই কি দেখিতে এলে?

এলে যদি, এস, এস,

এ শূন্য কুটীরে বস,

এস ঢালি আঁখি-জল তোমার পদ-যুগলে।

এলে রেখে কার কাছে !
কোথা সে ? কেমন আছে ?
এ সব কি মনে আছে, কি সব গিয়েছে ভুলে ?
বল, বল, বিভাবরি,
মিলনের আশে তারি,
রাখিয়াছি এ জীবন, দর্শন কি পাব কালে !
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটীরে বস,
দেখে যাও ভাঙা হৃদি, পরতে পরতে খুলে !
ব'লে যাও দুটো কথা, এ জীবন থাকি ভুলে !

ছাই।

জীবনের পরপার নাই,
মানবের পরিণাম ছাই !
দেহ শুধু ভূতের ভবন
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।

আশা, তৃষ্ণা, সুখ, দুখ, ধেয়ান, ধারণা,
এ সকল ভূতের যোজনা।
এ প্রকৃতি ছাইয়ের রচনা!

নিশ্বাস ফুরালে আমি ছাই!
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই?

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর,
কেন তবে হৃদয়ে উল্লাস,
তবে কেন আর প্রেম আশ?
কেন তবে সুখ, দুখ, তৃষা,
কেন বা মধুর ভালবাসা?
কেন তবে অনন্তের ধ্যান,
তবে কেন সঙ্গীত মহান্?

তুমি আমি যদি শুধু ছাই,—
জীবনের পরপার নাই!

কেন তবে এতেক আকুল?
তুমি যদি ভস্মের পুতুল!

বৃথা কেন, এই পাঠাগার,
জীবনের নাই পরপার!
ঘুচে গেল যত গণ্ডগোল,
বল হরি, হরি, হরি বোল!

ধরায় সকলি যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই,—
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম,
কেন বা বিহগ করে গান?
লতিকায় কেন ফুটে ফুল,
তরু ধরে পল্লব মুকুল?
কেন বা বসন্ত হেসে হেসে
ধরারে সাজায় ফুল-বেশে?
বৃথা বহে সিন্ধুপানে নদী,
নর নারী ছায়ের অবধি!
বৃথা কেন ইন্দ্রজাল মেলা?
খেল, মৃত্যু ছায়েরই খেলা!

ডাক কেন একেক করিয়া,
একেবারে লও না ডাকিয়া?

মধু স্বরে ডাক একবার,
মোরা হই ভস্ম স্তূপাকার!
কোটী কোটী, অণু বুকে বুকে,
অচেতনে ঘুমাইব সুখে!
বায়ু! বহ ছাই উড়াইয়া,
মানবের অস্তিত্ব গাইয়া।
সলিল! বহ না বুকে ছাই,
মানবের পরিণাম তাই।
আকাশ! পুরায়ে ফেল ছাই,
জীবনের পরপার নাই!

ছাই যদি শেষেতে সকল,
কেন তবে তুই অশ্রুজল?
ছাই যদি মানব-জীবন,
তবে করি ছাই আভরণ!
যতটুকু দেহে আছে প্রাণ,
ব'সে ব'সে গাই ছাই গান!

কীট-দষ্ট কুসুম।

জানি আমি জানি, রে কুসুম,
বুকে তোর কি ব্যথা বিষম!
মরণের কীট তোর সুবাসের তলে,
কাটিতেছে প্রতি পলে পলে!
ব'সে আছি ঝরিবার তরে,
তুমি আমি, এ আকাশ তলে।

আজ।

শ্যামল প্রান্তর আজ অবসন্ন কেন?
শূন্য মনে শূন্যে চেয়ে রহিয়াছে যেন!
হরিত পল্লব-চয় করিয়া আনত,
স্তম্ভিত হইয়া তরু ভাবে অবিরত।
গোলাপের গণ্ড-রাগ হ'য়েছে মলিন;
শিশির-অশ্রুতে সিক্ত হ'য়েছে নলিন।

তটিনী যেতেছে বহি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দুখীর রোদন সম, বাঁধিয়া বাঁধিয়া !
পূর্ণিমার নিশি যেন বিবশা হইয়া,
তটিনীর উপকূলে প'ড়েছে শুইয়া !
সমীরণ ভ্রমিতেছে উদাসীন প্রায়,
বিয়োগীর শ্বাস সম করি হায় হায় !
চঞ্চল আছিল মোর সাধের কানন,
কার তরে হ'য়ে আছে স্তম্ভিত এমন !

জীবন হইতে যদি ।

জীবন হইতে যদি চ'লে গেল ঘুম-ঘোর,
কেন নাহি যায় চ'লে প্রাণের স্বপন মোর !
যাক্, যাক্—দূরে যাক্, প্রাণের সাধের আশ,
ভাঙা ঘরে চাঁদ-আলো, অভাগ্যের উপহাস !

ডাকুক শিবার দল মণ্ডলী করিয়া ঘোর,
জীবন্তে মৃতের সম হউক্ হৃদয় মোর ।

সঞ্জীবনী মন্ত্র মত, আয় রে মরণ আয়!
প্রত্যক্ষ মিলন মত পদ্ম-হস্ত দে রে গায়।
মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চ'লে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।

হে ধরণি, খুলে নেগো, স্নেহের শিকল তোর!
দে গো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর!
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হ'তে সমাধান!
ও শুভ্র তোমার বুকে কালিমার বিন্দু হ'য়ে,
থাকিতে পারি না আর, এ ভার জীবন ল'য়ে!

প্রভাতে

কে তুমি! জানি না আমি, জ্যোতি কি শকতি-ময়!
কেমন সুন্দর তুমি, কিবা গুণ, প্রেমময়!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মাহা আকর্ষণ!
জানি সুধু—এই সুধু, তুমি মহা বিকীরণ!

তব আকর্ষণে জানি দেহ ছেড়ে যায় প্রাণ।
তব বিকীরণে ধরা নিত্য নব শোভমান!
অনন্ত জীবন তুমি, তুমি একা, আত্মময়!
কল্পনা-বাসনা-সিন্ধু, মহা সুখ-দুখময়!
কেন ভাল বাসি তোমা, তাহা আমি নাহি জানি!
তোমায় যে বাসে ভাল, সে পায় তা, অনুমানি!
অকূল জগত পারে, তুমি পিতা, ধ্রুব-তারা।
তোমারি পানেতে চেয়ে মুছে ফেলি আঁখি-ধারা।

সন্ধ্যায়।

আপন করম-ফলে দুখভাগী ধরাতলে।
না বুঝে, তোমায় লোকে নিরদয় বিধি বলে!
তুমি সর্ব্ব-সুখ-হেতু,
তুমি ভূমানন্দ-কেতু,
তুমি সর্ব্ব-শান্তি-সেতু, ভাবে নাক মোহে ভুলে।

কে পাঠালে এ জগতে, কার এ হৃদয় প্রাণ ?
কার দেওয়া সুখ দুখ, এ আরম্ভ, অবসান ?
কে দিল নয়নে নব উষার আলোক জ্বালি ?
কার এ মধুর সন্ধ্যা, শিরেতে তিমির-ডালি !

তুমি।

জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয় তুমি,
তা কিছু জানি না আমি,
তোমাকে পাইব কিন্তু আশা আছে মনে।
উচাটিত যবে চিত তোমারি কারণে।

তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে,
দেখে প্রকৃতির ক্রম-উন্নতি বিধানে।
যবে অতি শিশু-কালে,
অজ্ঞান-তিমির-জালে,
আচ্ছন্ন আছিল হৃদি, কে জানিত মনে,
মধ্যাহ্নে উদিয়া রবি আলোকিবে বনে ?

গুটিকার কাল যাবে,
প্রজাপতি হব তবে;
বিশ্বাস হারায়ে ভবে কি ফল জীবনে.
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে।

তুমি নাই বলে যারা,
কর্ণ-হীন তরী তারা,
দিক-হারা, কুল-হারা, বিঘূর্ণিত প্রাণে।
আশা-হীন, লক্ষ্য-হীন, নিরাশ জীবনে।

তুমি নাই যদি, হায়!
এ ভাব কেন হিয়ায়?
সদা আকুলিত চিত কাহার কারণে?
কারণ-কারণ তুমি, বুঝিব কেমনে।

তোমায় খুঁজে না পাই,
তা ব'লে কি তুমি নাই?
অসীম অনন্তে ধাই তব অন্বেষণে।
তোমাকে পাইব হেন আশা আছে মনে।

আবাহন।

শূন্য করিলে যদি এ হৃদয়-সুখালয়,
হৃদয়-রঞ্জন বেশে এস তবে দয়াময়!
দেখ, নাথ, দেখ, দেখ!
শূন্য গৃহ নাহি রেখ’!
শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!

এ নিদাঘ মরু-হৃদে, তুমি সহকার হ’য়ে,
ব’সো, এ পথিক-প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে!
এস, নাথ, এস—এস, চির নব প্রেমরূপে,
সজল করুণ আঁখি, হাসি-বিকশিত মুখে!
এস হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এস মৃত্যুর সম্পদ!
শোকের নয়ন-জলে ধোয়াই কমল-পদ!

ভিক্ষা গীতি।

(১)

লইয়া আনন্দ-ঊষা, দেছ দুখ-বিভাবরী ;

জানি না—জানি না, নাথ, কি হেতু, এ মনে করি !

শুভ বা অশুভ হোক্,

সবে তব ছায়া রোক্।

সতত তোমারে যেন হৃদয়-গগনে হেরি ;—

ও মুখ চাহিয়া তব,

যা দিবে সহিব সব—

ঝটিকা, করকাপাত, তোমারি চরণ ধরি।

তুমি যদি চাও, বিধি !

ভাঙিতে এ নারী-হৃদি,

ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি।

না জানি কি সুধামাখা ওই তব পা-দুখানি !

যত দুখ পাই ভবে, করি তত টানাটানি।

(২)

লও, লও প্রণিপাত,

এই ভিক্ষা দাও নাথ,

যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা-ভার!

ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।

বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হ'তে চলে গেছে,

স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও, নাথ, লও কাছে!

সেই ক্ষীণ দেহ খানি, শীতল শান্তির ছায়,

বিরাম শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়!

এ দুখ-আতপ-জ্বালা,

এ খেদ-কণ্টক-মালা,

এ অশান্তি-নিত্য-ছলা, এ অশ্রু, এ হাহাকার,

পশেনা শ্রবণে যেন, পরশে না হৃদি তার!

অশ্রু।

ওরে প্রিয়-অশ্রু-ধার,
প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার!
পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে,
শুভ্রবাস পূত বলি তাই তারে পরি,
তা হ'তেও পূত তুই, ওরে অশ্রু-বারি!
প্রেম যবে মূর্ত্তিমান ছিলেন আমার,
পূজেছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার।
কোমল কুসুমে কত মালিকা গাঁথিয়া,
তুষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া।
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি,
কেহ বা মলিন, শুষ্ক, কেহ বা ফোটেনি।
মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার সূতা এক রেখা,
যোগ্য ইহা নয়, যেন এই তায় লেখা।

স্বর্গের দেবতা-প্রেম গেছেন যথায়,
সুকোমল কত হৃদি পূজিতেছে তাঁয়।

উদ্দেশে এখন তাঁর করিব পূজন,
কুসুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন।
পেয়েছি মনের মত রতন আমার,
সুকোমল, পূতোজ্জ্বল, নিধি অশ্রু-ধার!
আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে
বসায়ে, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে।

প্রেমাঞ্জলি।

শুষ্ক হৃদে ভবেশের পূজা বিধি নয়,
প্রেমের জগত তাঁর, তিনি প্রেম-ময়।
এস বিভু, প্রেমাঞ্জলি দিব ও চরণে,
এ প্রেম-কুসুম কারে দিব তোমা বিনে!
এই উচ্ছ্বসিত হৃদি, এই অশ্রু-ধার,
হে বিভু, তোমারি ইহা, লও উপহার।

যজ্ঞ-ভাগ নিতে যথা আসেন অমর,
এ কি এ! নিকটে এলে কেন, প্রাণেশ্বর!

সেই হাসিমাখা আঁখি,—সেই প্রেমানন,—
এই যে আঁখির আগে করি দরশন!
মিথ্যা—আমি দিতে চাই, বিভুর চরণে
প্রণয়-প্রসূন, নাথ, তোমারি কারণে।
এস, নাথ, সব ত্যজি এস, প্রিয়তম,
পূজিব তোমায় আমি ইষ্ট-দেব সম।
ত্রুটি যাহা র'য়ে গেছে বিগত পূজনে,
এখন সে ক্ষোভ আর রাখিব না মনে।
আজীবন ও মূরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুখাবে
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।
এ মূর্ত্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে,
হে বিভু, তোমায় আমি নারিব পূজিতে!
পারি না ভাবিতে, প্রভু, তোমার চরণ!
অধিকৃত করি নাথ, হৃদিসিংহাসন!
হে নাথ, অনাথনাথ, ক্ষম পাপিনীরে;
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে।

তুমি।

তুমি কি গিয়াছ চ'লে ?

না না, তা ত' নয়।

য'দিন বাঁচিব আমি,

ত'দিন জীবিত তুমি,

আমার জীবন যে গো

সুধু তোমা-ময়।

তুমি ছাড়া আমি কেবা—

শূন্য—শূন্য-ময়।

তুমি কি গিয়াছ চ'লে

তা ত' নয়, নয়।

স্মৃতির মন্দিরে মম,

প্রতিষ্ঠিত দেব সম

চির-বিরাজিত তুমি,

অমর প্রাণেশ !

চির-জন্ম স্মৃতি তুমি,

সৌন্দর্য্য অশেষ !

নিরাশা।

নিরাশা! দহিছ বটে
দিবানিশি অবিরত
প্রেমের এ স্বর্ণময় পূত পীঠস্থান;
কিন্তু, করিও না মনে,
তব তীব্র শিখাগুণে
দহিয়া, এ চিত্ত মোর করিবে শ্মশান!

দূর কর্ ভ্রম তোর,
প্রেমের নিকুঞ্জে মোর
উজ্জ্বল সুবর্ণে হেথা সকলি রচন।
দেখ রে কি পায় স্ফূর্ত্তি,
প্রেমের সুবর্ণ-মূর্ত্তি!
আলোকিত ক'রে মোর মানস-আসন।

হেথা কি দহিবে তুমি,
প্রেমের স্বর্ণ-ভূমি?
দহিলে উজ্জ্বল হয়, জান না কি সোণা!
নিরাশা রে, বৃথা তোর বিকল বাসনা।

যত দিন দেহ রবে,
এ হৃদি রহিবে ভবে,
তত দিন সে মূরতি তেমনি রহিবে।
অতীতের প্রলেপন
যতই পড়িবে ঘন,
ততই উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটিয়া উঠিবে!

বিষাদ।

বিশাল জগতে কোথা নাহি কি রে হেন স্থান?
যেখানে রাখিস্ তোর স্তবধ আঁধার প্রাণ।
প্রাণের নিভৃত গৃহে যেন তুই বন্দী চোর;
ইচ্ছা ক'রে বন্দী কেন হ'লি রে পরাণে মোর!
ছেলেবেলাকার সঙ্গী জানি রে, বিষাদ তোরে,
আর যত সঙ্গী মোর গেছে আমা হ'তে দূরে।
ভুলিয়া গিয়াছে তারা আমার হৃদয়-ঘর
শৈশবে খেলিয়া যেথা সুখী হ'তো নিরন্তর।

কত দিন উষাতে যে তারা মোর সঙ্গে মিলে
কুড়াইতে সেফালিকা, যাইত তরুর মূলে।
অঙ্গুলি পরশে যত খ'সে যেত ফুল-কলি,
ডাকিতিস্ পিছে তুই, আয় ফিরে আয় বলি।
সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া গিয়া ধরিতাম প্রজাপতি,
আহা কি কোমল, মরি আহা কি সুন্দর ভাতি,
অমনি বিষাদ তুই জানিনা রে কোথা হ'তে
ডেকে বলিতিস্ মোরে, দাও ওরে ঘরে যেতে।
শৈশবে শৈশব-খেলা খেলিয়া পাইনি সুখ,
সবেতে থাকিত মিশে তোর ও আঁধার মুখ!
এখন নীরবে শুধু আঁকড়ি পরাণ মোর,
হু হু ক'রে নিয়তই ফেলিস্ নিশ্বাস ঘোর।
আঁধার মেঘের মত, কোথা হ'তে ধীরে ধীরে,
হৃদয়-গগন মোর ছেয়ে দিস্ একেবারে!

অতীত।

অবোধ নয়ন ওরে, অমন আকুল কেন?
কাতর হইয়া কেন চাও?
এই বর্ত্তমান যদি তোমার প্রবাস-ভূমি,
স্বদেশ-অতীত পানে যাও!
সেথায় নবীন রাগে ভ্রমিছে ভ্রমর কত,
মধু চাহি আশার মুকুলে;
বাসনা-লহরী কত প্রাণের আবেগে ছুটে
ঘুমাইছে গীতি-উপকূলে।
নবীন যৌবন-কুঞ্জে প্রেমের জোছনা হাসে,
ছড়াইয়া মল্লিকার ভাতি;
স্মৃতির মাঝারে কিবা উজ্জ্বল মধুর বিভা—
বিকশিত চাঁদিমার রাতি!

পিতা।

আঁধার সমুদ্র-গর্ভে মুকুতার সম
থাকে যদি কিছু এই জীবনে আমার,
তোমারি নিকটে, পিতা, পেয়েছি তা আমি,
তাই নহে এ জীবন খালি অন্ধকার।
একেকটি কথা তব, জীবনের কণা,
গঠন ক'রেছে এই জীবন আমার;
একেকটি শিক্ষা তব, বজ্র-সম মানা,
যার বলে স'য়ে আছি বিরহ তোমার।
এখনো আমারে, পিতা, দেয় গো সান্ত্বনা
তোমার অমৃত ভাষা, মোর মাঝে থাকি;
এখনো ভুলিলে পথ ডেকে করে মানা,
সদা খুলে দেয় মোর মোহ-অন্ধ আঁখি।
কিসে করিয়াছে দৃঢ় বিশ্বাসের মূল?
একটি কেবল তব স্নেহের বচন।
বলিতে, "লোকান্তে, মা গো, নাহি হবে ভুল,
মাঝে মাঝে দেখে যাব তোদের আনন।"
ব'লেছ যখন, দেব, মিথ্যা নহে বাণী।
পিতৃ-স্নেহ স্বপ্ন নয়, সত্য ব'লে জানি।

তাই মনে ক'রে আমি মানি লোকান্তর,
থেকে এই মায়া-ময় ছায়া-বাজি দেশে ;
তাই মনে ক'রে চাই আকাশের পানে,
পূর্ণ হয় শূন্য প্রাণ আশার আশ্বাসে !
যেমন মৃণাল-খণ্ডে সূত্র সম্মিলিত,
লোকান্তরে থাকি তুমি এ প্রাণে জীবিত !

তোমারি স্নেহের দৃষ্টি শিখায়েছে মোরে
জগতে করিতে স্নেহ প্রত্যেক প্রাণেরে।
শৈশবে ধরিয়া হাত দেখায়েছ পথ,
কত মতে তুষেছ পূরেছ মনোরথ।
কি ব'লে বিদায় লব, করি প্রণিপাত।
জগত পিতার সনে তুমি ধরো হাত।
তব স্নেহ-আঁখি যেন ধ্রুব-তারা হ'য়ে
নিয়ে যায় ভবার্ণবে পথ দেখাইয়ে।
কত সাধ ছিল হায়, সবি রৈল মনে,
কি দিব তোমায়, দেব, প্রণমি চরণে।

সংসার।

সংসারের সুখ, দুখ,
ইহা কিছু নহে ত নূতন।
তবে কেন দুখ আলিঙ্গিতে
ভয়ে কেঁপে উঠিতেছ, মন!
কাঁদিছ অভাবে যার, কাছে যবে ছিল সে,
তখনি কি ছিলনা বেদনা?
তবে কেন—কি লাগি শোচনা?
যাহার অভাব নাই, কি আছে তাহার ছাই!
অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র সে পরাণ!
গলে বাঁধা স্বার্থের পাষাণ।
ধরণীর সুখ, দুখ, নিশার স্বপন সম,
তার লাগি কেন ম্রিয়মাণ?

মুছে ফেল আঁখি-জল, ত্যজ শয্যা-ধরাতল,
দেখ—দেখ পূর্ব্ব-পানে চেয়ে।
সোণার বরণ-ঘটা অরুণ-কিরণ-ছটা,
আসিয়াছে আশীর্ব্বাদ ল'য়ে!

জগতে উথলে তান, আকাশে আহ্বান-গান,
সবে ডাকে আয় আয় বলি।
ওরে, তুই ধূলি-কণা, ধূলি হইবার আগে
একবার দেখ্ মাথা তুলি।

ধ্রুব-তারা।

সুখে দুখে অনিমিখে আমার নয়ন-যুগ
দেখিতে পায় গো যেন তোমার ও প্রেম-মুখ।
সুখ-মরীচিকা-ভ্রমে
নাহি মরি মরুভূমে;
অকূল শোক-অর্ণবে নাহি হই লক্ষ্য-হারা।
চেয়ে থেকো ধ্রুব-তারা!
অজ্ঞান-তামসী-নিশি
আঁধারিয়া দশদিশি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে পথে যেন নাহি করে সারা!
চেয়ে থেকো ধ্রুব-তারা!

পূর্ণিমা-গীত।

জগত, সংসার আজি আ! মরি কি শোভিতেছে!
আজি, কোজাগর নিশি,
জোছনায় ভাসাভাসি!
—যেন রাশি রাশি হাসি জগত প্লাবিয়া দেছে!
প্রেমের উৎসবে যেন,
আজি শশী নিমগন!
যারে দেখে তারে চুমে, প্রাণ—প্রেমে ভেসে গেছে!
কল্ কল্ নদী-জল,
তক্ তক্ নিরমল,
রজত-মার্জ্জিত কায়া, নেচে নেচে চলিতেছে।
ধীরি ধীরি তরী চলে,
দাঁড়-জলে সোণা জ্বলে,
আরোহী মধুর গলে, সুখ-গান গাহিতেছে;
অধরে ফুটিয়া হাসি
নয়নে উঠিছে ভাসি,
সুরে সুখে মেশামিশি, প্রাণে প্রাণ মিলিতেছে।

কুটীর, প্রান্তর, বন,
জোছনায় নিমগন,
কুসুমিত উপবন, সুখ-স্বপ্নে মজিতেছে!
ধরা আজি সুখে হারা—
তুমি, ত্যজি মোহ কারা,
এস জগতের পাশে, সবে যবে আসিতেছে!
এ যে সুখ-স্বপ্ন-ভূমি,
কেন মিলিবে না তুমি?
আজি আলোকেরে চুমি, আঁধার মরিয়া গেছে!
জগত, সংসার আজি আ মরি কি শোভিতেছে!

মিলন-গান।

বিদায়ি বেদনা, মুছি অশ্রুকণা,
ভুলে গিয়ে শোক, দুখ!
মিলন-কাননে সুখ-সম্মিলনে
প্রফুল্ল করহ মুখ!

ত্যজ অবসাদ, কিসের বিষাদ,
কেন হৃদে নাহি বল্ ?
প্রাণ আমন্ত্রণে মিশিব পরাণে !
চল্, সবে যাই চল্ ।
বাড়া দেখি ভাব, রবেনা অভাব,
ধরাতে প্রেমের জয় ।
দেখ না আভাস— প্রেমের আকাশ
অদ্ভুত তারকা-ময় ।
কেন র'বি ম্লান, ফুটা দেখি প্রাণ,
ফুটিছে কুসুম-চয় ।
হৃদয় ফুটিলে ফুটিবে সকলি,
প্রাণ হবে মধু-ময় !

প্রেম-পিপাসা।

আয় রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা,
মরম-বিজনে লুকায়ে রাখি!
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে ল'য়ে আমি মুদি এ আঁখি!

শুকায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্!
ফাটিতেছে হৃদি আরো ফেটে যাক্!
থাক্ মুখে মুখে,
থাক্ বুকে বুকে,
হাসিতে অশ্রুতে হ'য়ে মাখামাখি!

নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,
জগত আসিছে আড়াল দিতে।
আয়, আয়, তোরে লুকায়ে রাখি!
আমি চির তোর,
তুই চির মোর,
তোরে হৃদে ধ'রে মুদি এ আঁখি!

প্রকৃতি ও দুখ।

ফুল—

"ভালবাস তুমি যেই হাসি,
ফুটেছে তা আমার বয়ানে।
নিত্য তাহা আমি দেখাইব,
কেন গো চাবে না মোর পানে?"

ঊষা—

"ভালবাস তুমি যেই জ্যোতি,
এই দেখ আমার নয়ানে।
অনিমিখে তোমা পানে চাব,
মুখ তুলে চেও মোর পানে!"

নির্ঝর—

"তুমি চাও যেমন হৃদয়
তেমনি তোমায় দিব, আয়!
অতি যত্নে লুকায়ে রাখিব,
এ হৃদয়-নিভৃত-কারায়।"

সমুদ্র—

"প্রাণে তব দহিছে যে তৃষা,
নিবে যাবে সদা লীলা-রঙ্গে।

হৃদয়ে যে হ'য়েছে আবর্ত্ত,
যাবে ঢেকে তরঙ্গে তরঙ্গে!"

দুখ—

"আয়, আয়, আয় বুকে, আয়!
তোরে ছেড়ে থাকা মোর দায়।
তুই, মোরে কভু ভুলিবি না,
আমি তোর জীবন, চেতনা।

মাধবী।

বসন্ত এসেছে, বন সেজেছে কুসুম-বেশে,
বিটপী, ব্রততী সবে ফুল পরে হেসে হেসে।
কেন লো মাধবী তুমি, কেন লো কিসের দুখে,
মলিন-পল্লব-বাস প'রে আছ অধোমুখে?
নিরখি না কেন দেহে হরিত পল্লব নব?
কুসুম-মুকুট, শিরে পর'নি কেন গো তব!

আগে—

প্রতি-সন্ধ্যা বসিতাম তব সুশীতল মূলে,
কুসুম-কুমার-গুলি সোহাগেতে দিতে কোলে।
মৃদু মৃদু মর-মরি পাতা নাড়ি গেয়ে গান,
স্নিগধ সুরভি ঢালি আকুল করিতে প্রাণ।
আজ কেন বিষাদিনী?
তুমিও কি অভাগিনী!
তোমারো কি গেছে, সখি, চির সুখ, মধু মাসে?
কাঁদিবে আমারি মত মলিন বৈধব্য-বাসে!

পাখী।

উড়িয়া পলাল পাখী বলিয়া কি বুলি রে!
মিশিয়া সুদূর নীলে,
কোথায় যাইল চ'লে!
কি সুধা যাইল ঢেলে পরাণ আকুলি রে!
জীবনের সাধ, আশা অমনি করিয়া, হায়,
সুদূর আকাশ-তলে মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়!

ফিরাতে।

ফিরাতে কালের স্রোত কে পারে যতন ক'রে
প্রবাহিত আঁখি-বারি রাখিতে কে পারে ধ'রে ?
তরঙ্গ-প্রমত্ত সিন্ধু গরজি চলিলে রোষে,
উজান বাহিতে তারে কে পারে গো ধ'রে কেশে ?
কে জানে এমন গান,
এমন মধুর তান,
ফুটায় জোছনা-হাসি অমার আঁধার দেশে !
ছড়ায় বসন্ত-ফুল বসন্ত-সমাধি-শেষে !

হ'য়ে অশ্রুজল।

জন্মিতাম আমি যদি, হ'য়ে অশ্রু-জল !
দুখীর গভীর বুকে
উছলিয়া মন-সুখে,
নয়নে থাকিয়া অবিরল,
ঝ'রে প'ড়ে ব্যথা, ক'রে দিতাম শীতল।

যদি রে হ'তেম অশ্রু-জল;
বিরহের অবসানে
মিলনের সুখ-দিনে.
উদিয়া নয়ন-প্রান্তে, হইয়া তরল,
ভিজায়ে দিতাম কত বদন-কমল!
কুঞ্চিত কেশের পরে
মুকুতা দিতাম ঘিরে,
কম্পিত কপোল, ওষ্ঠ নিষিক্ত করিয়ে
সুখ-ভরে যেতেম বহিয়ে!
সবার হৃদয়ে পশি,
র'তেম নীরবে মিশি,
সুখ, দুখ, কিছু নাহি পেত অনুমান!
জীবন, জগত হ'ত—স্বপন সমান!

কাল-বৈশাখী।

প্রকৃতি! আজিকে তব, ওকি ভাব—ওকি সখি ?
ঝটিকার পূর্ব্ব-ছায়া—নয়ন নেহারে এ কি!
সুখের হরিত শাখী
ছাড়িয়া হৃদয়-পাখী,
আকাশে অমন কেন আকুল হইয়া ওড়ে,
আশার সুখের বাসা, ভেঙে কি পড়িছে ঝ'রে ?

বিষাদ-জলদ-রাশি—
চারি-দিকে ছায় আসি ?
আশঙ্কা-তড়িৎ-রেখা, চমকিছে ঘন ঘন ;
অলক্ষ্যে বিপদ-বজ্র করে যেন গরজন।
বিলাপ-বালুকা-রাশি, ছাইয়া ফেলিছে দিক্।
প্রকৃতি! কোথায় তোর বসন্তের ফুল, পিক ?

স্বপ্নান্তে।

স্বর্গের সমীরে আর মর্ত্তের পবনে
কোনরূপ মিল কি গো সংগোপনে ?
নহিলে দুখীরা ফেলে যে খেদ-নিশ্বাস,
কেঁপে ওঠে কেন তায় স্বরগ-আবাস !

জাগো।

জাগো—জাগো, মধু-সখা, প্রভাত শীতের নিশি,
তাড়ায়েছে রবি-কর কুয়াসার ধূম-রাশি।
পাতার ঘোমটা তুলি,
লাজুক নয়ন খুলি,
করিছে কলিকা-বধূ তব পথ নিরিখন !
এস, বিকশিত কর কুসুম-কোমলানন।
পিক-বধূ কুহু কুহু;
ডাকে তোমা মুহু মুহু,
পাপিয়ার পিউ পিউ, আকাশে ভাসিয়া যায় ?
এখনো তোমার ঘুম, ভাঙিল না তবু, হায় !

প্রেমের শ্যামল পাতা
বিছাইয়া তরু-লতা,
যতনে রচিত করে তোমার হরিতাসন।
জাগো—জাগো, মধু-সখা মকুলিত উপবন।

মনে পড়ে তায়।

আজি বড় মনে পড়ে তায়!
কাঁপিছে লহরী-গুলি,
ছুলিছে কমল-কলি;
মৃদু বহে বসন্তের বায়।
ভেটিবারে ঋতুরাজ,
পরিয়াছে ফুল-সাজ,
ললনা-ললিত লতিকায়।
নিশবদে বাপী-তীরে,
আঁখি-জল মিশে নীরে!
পাপিয়া ডাকিয়া উড়ে যায়।
আজি বড় মনে পড়ে তায়!

বিগত সুখের কথা,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা,
মিশিয়াছে বাসন্তী সন্ধ্যায়!
তিমির-সন্ধ্যার পটে,
উজল সে ছবি আরো,
আবরণ খুলে গেছে, হায়!
মগন হৃদয়, মন তায়।

কাছে কেহ যেও না,
আজি ওরে ডেক না,
অমনি থাকিতে দাও, হায়!
আজি ওর মনে পড়ে তায়।

হৃদয়।

হৃদয় মনের মত খুঁজে খুঁজে অবিরত,
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে!
কে মোরে বলিয়া দিবে, সে হৃদি কোথায় পাব,
যার কাছে শ্রান্ত হ'য়ে পড়িব ঘুমিয়া রে!

কে জান গো হৃদয়ের ঘুম-পাড়ানিয়া গান,
বারেক করুণা করি গাও দেখি সেই তান।
দুরবল নেত্রে ওর আসে যদি ঘুম-ঘোর,
স্বপনেতে পায় যদি মন-মত নিধি ওর।

এ বিশাল জগতেতে যাহা খুঁজি তাহা নাই,
স্বপনের রাজ্যে তাই যদি কভু দেখা পাই!
এই ত গো ক্ষুদ্র হৃদি কোথা ধরে হেন আশা?—
এ বিশাল ধরাতলে মিলে না যাহার বাসা!

বিষাদ-গীতি।

কে তুমি বিষাদ-গীতি অবিরত গাও গো!
চাঁদিনী-আকাশে কেন মেঘ আনি ছাও গো?
নিবার ও গীত-ধারা,
সুখে মগ্ন বসুন্ধরা,
আঁধারে হইবে হারা প্রভাতের প্রাণ গো!
প্রভাতী-বিহঙ্গ-গানে কেন দুখ-তান গো?

বিষাদ, বিলাপ বৃথা.—বৃথা ও নয়ন-জল।
জগতের প্রাণ আজি হরষের রঙ্গ-স্থল।
তাই বলি আঁখি-জল, আঁখিতে শুখাও গো!
প্রাণের আকুল শ্বাস পরাণে লুকাও গো!

যমুনা-কূলে।

আঁধার গগন-তল, প্রগাঢ় জলদ ছায়;
ধবল বলাকা-শ্রেণী মেঘ-কোলে ভেসে যায়।
নীরদ সুনীল কায়া,
সলিলে আঁধার-ছায়া,
কালো জলে কালো কায়া—মহিষ ভাসায় কায়।
সমুখে যমুনা-বারি ধীরে ধীরে ব'হে যায়।

শ্যামল তমাল-ডালে
ময়ূরী সুপুচ্ছ খুলে,
উরধ করণ তুলে চকিতা হরিণী চায়।
মৃদু ঘন-গরজনে চপলা চমকি ধায়।

একা বসি বাতায়নে,
কত কথা আসে মনে,
অতীত ঘটনা কত হৃদয়ে উথলে, হায় !
কত সুখ, কত আশা, কত স্মৃতি গাঁথা তায় !

গ্রাম্য-ছবি।

মাটীতে নিকাণো ঘর, দাওয়া-গুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটীর উঠান।
খ'ড়ো-চাল-খানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে ক'রেছে উত্থান।
পিঁজারায় বন্ধ বাঁধা, বউ-কথা কহে কথা ;
বিড়ালটী শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কাণে দুল, দুল্ দুল্, গাছ-ভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে ;
ছোট হাতে জোর ক'রে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।

পুকুরে নির্ম্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ;
পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদ-টুকু সোণার বরণ।
লুটায় চুলের গোছা, বালা দুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গনে।
শান্ত, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে;
তরু-তলে রাখাল শয়ান;
সরু মেটো রাস্তা দিয়ে পথিক চ'লেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য স্মৃতি মনে পড়ে,
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তি-মাখা, স্নিগ্ধ, শ্যাম প্রাণ!

গার্হস্থ্য চিত্র।

ফুট্‌-ফুটে জোছনায়, ধব্‌-ধবে আঙ্গিনায়,
এক-খানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি, জুঁই, শেফালিকা-গুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে,
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু-ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু ঢুল্‌!
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধ'রেছে পাখী পিউ পিউ তান!

শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্য-রাশি,
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে আয় চাঁদ, মা বলিছে আয় চাঁদ,
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে !
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে !
চাঁদে চাঁদে হাসা-হাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে !

গোলাপ।

যখন তোমায় হেরি, সই !
তখনি মোহিত আমি হই।
লাবণ্যের নাহি ওর,
আহা কি গঠন তোর !
কি এক সুরভি বহে প্রাণে,
ধরায় স্বরগ যেন আনে।

বল মোরে, ফুল-সই,
কাহার সৌন্দর্য্য তুই ?
মুখে তোর অরুণ-আভাস,
বুকে তোর অনন্ত সুবাস।

তুই কিরে নিরমল প্রেম,
ধরায় ফুটিলি হ'য়ে ফুল ?
তাই কিরে তোরে হেরে, সদা
প্রাণ হয় এমন আকুল !

প্রজাপতি।

বিচিত্র দুখানি পাখা,
কুসুম-রেণুতে মাখা,
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ।
গাহিয়া কুসুম-গুণ,
অলি সেধে হয় খুন,
নীরবে তোমার রূপ কেড়ে লয় প্রাণ।

কুসুম-কলিকা-গুলি
কোমল হৃদয় খুলি,
নীরব নয়নে করে তোমারে আহ্বান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!

ধীরে মৃদু পদে পশি,
কোমল হৃদয়ে বসি,
প্রাণ ভ'রে কর'ফুলে প্রেম-মধু পান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!

বনের সুরভি বায়
কাঁপায় তোমার কায়;
লতিকা দুলিয়া হেরে তোমার বয়ান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরাণ!

দুটী কথা।

ব'লো তারে চুপে চুপে,

পথ চেয়ে সে যেন চলে।

চোখ বুজিয়ে যাওয়ার ভাগে

কুসুম-হৃদয় না যায় দ'লে।

মনের দুখে প'ড়ে ঝরে,

ধূলির পরে আছে প'ড়ে,

একটু বাদে যাবে ম'রে

শুখায়ে নিদাঘে জ্বলে!

তবে কাজ কি অত ছল কৌশলে!

গোলাপ, যুথিকা, বেলা,

বসন্তে ত ফুলের মেলা!

যেন তাই নিয়ে সে করে খেলা,

মালা গেঁথে পরে গলে।

বলো তারে চুপে চুপে

পথ চেয়ে সে যেন চলে।

যেতে যেতে।

যেতে যেতে, পথ হ'তে ফিরিয়া ফিরিয়া যায়।
তৃষিত নয়ন-যুগ, জানি না কাহারে চায়!
অবশ চরণ-ভার চলিতে চাহে না আর,
প্রতি পদক্ষেপে টানে যেন আকর্ষণ কার!

প্রতিকূলে যেতে হবে, ব্যথা বড় বাজে প্রাণে,
ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে—চাহে তাই মুখ-পানে
কুটীর, প্রাসাদ, পথ—নিরদয় ব্যবধান,
দূর হ'তে দেখিবারে নাহি দেয় সে বয়ান!

যাতনা রহেনা ঢাকা।

যাতনা রহেনা ঢাকা, করিলে যতন।
কেন—কেন বল তবে মিছে আবরণ!
হেরিলে ও দুটি আঁখি,
বুঝিতে কি রহে বাকি?
আননে পড়ি যে, সখি, মনের কথন।

ত্যজ কপটতা, ছল,
সরল হৃদয়ে বল,
কারে কি বেসেছ ভাল, সঁপিয়াছ মন ?
পেয়েছ কি মন তার,
না—শুধু প্রদান সার ?
নহিলে নয়ন-ধার কেন বরিষণ !

জ্যোৎস্না।

মরি মরি, হাসিছ কি হাসি,—
যেন রে সুখের স্মৃতি-রাশি !
নিত্য হেরি, অমনি করিয়া
হেসে হেসে পড়িস্ ঘুমিয়া !
কি অদৃষ্ট তুই ক'রেছিস্,
সারা-প্রাণ হেসেই মরিস্ !
চুপি চুপি বল্ কাণে কাণে,
কে ঢেলেছে এত সুখ প্রাণে ?

কাননে।

আয় রে,　　　কানন-বিহগ-গুলি,
আমি　　　আজিকে মানস খুলি।
পাখি,　　　তোদের আবাসে,
　　　মোর বন-বাসে,
　　　গাহিব এ গান-গুলি।
আয়,　　　আয় রে বিহগ-গুলি!

যবে　　　আসিনি তোদের দেশে,
যবে　　　আছিনু সংসার-পাশে,
পাখি,　　　বড় সাধ যেত
　　　তোদের সনে
　　　গাহিতে পরাণ খুলি!

গান　　　নয় কভু কপটতা,
গান　　　নয় ছুটো মিঠে কথা।
গান　　　মরমের সরলতা,
গান　　　প্রাণের গভীর ব্যথা।

হায়, সেথা কি হৃদয় আছে !—
গান গাহিব কাহার কাছে ?
যদি গাহিতাম কভু গান,
যদি তুলিতাম কভু তান,
শত দিঠির তীখন বাণ,
সখা, ভাঙিতে চাহিত প্রাণ !

সে নিঠুর দিঠি দেখি,
ভয়ে হৃদয় মুদিত আঁখি,
প্রাণের গান,
প্রাণের তান,
প্রাণেই যাইত থাকি !

বরুণা যাত্রা।

কল্ কল্, চল্ চল্,
চলিছে বরুণা-জল,
ঝক্ ঝকে চন্দ্র-কর তায় ;
শত শত ভাঙা শশী
ডুবিছে উঠিছে ভাসি,
সচঞ্চল লহরী-লীলায় !
ধীরি ধীরি তরী চলে,
দাঁড়-জলে সোণা জলে,
ঢেউ ওঠে ফুলাইয়া বুক ।
বসিয়া তরীর ছাদে,
শরত-চাঁদিনী রাতে
প্রাণে কত উছলায় সুখ !
বিস্তৃত সৈকত-ভূমি
পারশে প'ড়েছে ঘুমি,
শুভ্র বাস আবরিয়া মুখে ।
কি সুন্দর, মনোহর,
ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর
মাথা তুলি জাগে মাঠ-বুকে !

কচিৎ সন্ন্যাসী কেহ—
ফিরিয়া যাইছে গেহ,
মন-সুখে ধরিয়াছে গান;
কাঁধে শোভে বাঁকা লাঠী,
হাতে পিতলের ঘটী,
গেরুয়া-বসন পরিধান।
আর দিকে বারাণসী,
সুধবল সৌধ-রাশি
চন্দ্র-করে শোভে থাকে থাক!
মন্দিরের হেম-কায়া
জলেতে প'ড়েছে ছায়া,
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি লাখে লাখ!
সারি সারি, কত গণি—
অসংখ্য সোপান-শ্রেণী
উঠিয়াছে গঙ্গা-তীর হ'তে।
সুচির-যৌবনা কাশি!
তব পূত জল-রাশি
চিরাঙ্কিত রহিবে এ চিতে!

রত্নাবলী।

নিরিবিলি বন ; মধুর পবন
কাঁপিছে কুসুম-বাসে ;
পূর্ণিমার শশী শুভ্র মেঘে বসি ;
জোছনায় ধরা ভাসে।

বকুলের তলে দাঁড়ায়ে বালিকা,
করেতে লতার ফাঁসী !
মুখানি আনত, হৃদয় কম্পিত
আঁখি-জলে যায় ভাসি।

উড়িছে অলকা মৃদুল সমীরে,
দুলে যেন কাল ফণী।
তনুতে জোছনা পেতেছে বিছানা,
উপমার উপমা-খানি !

অনুভবি চিতে— পারেনি বুঝিতে,
মেনেছে রণেতে হারি !
অতি ঘোর তৃষা— বালিকা বিবশা,
সমুখে শীতল বারি !

প্রতিমা।

বিমল শরৎ-শশী,
অতি নিরমল নিশি,
জোছনায় রূপ-রাশি
দেখেছিনু তার গো!
বিকসিত ফুল-বনে,
সুবাসিত সমীরণে,
সেই চারু চন্দ্রাননে
বিষাদ-আঁধার গো!
পা-দুটি ছড়ায়ে—বসি,
আঁচল প'ড়েছে খসি,
শিথিল কুন্তল-রাশি
লুঠিছে ভূতল গো!
চাহিয়া চাঁদের দিকে
কি দেখিছে অনিমিখে?
অধর উঠিছে কেঁপে,
নয়ন সজল গো!

চন্দ্রাবলী ।

উজর চাঁদিনী, মধুর যামিনী,
বাজই শ্যামক বাঁশী !
সুখ বিলাইয়ে, প্রেম ছড়াইয়ে
ফুটই কুসুম-রাশি !
একলি, সজনি, কুঞ্জে একাকিনী,
কাহে লো পরাণ বাঁধি ।
হিয়া দুর্ দুর্, নয়ন সজর,
দারুণ প্রেম-বেয়াধি !
সদা ভাবি মনে, বসি নিরজনে
মুছিব নয়ন বারি ।
কি বিষাদ-তাপে এ হিয়া উত্তাপে,
কি জানাব, সহচরি !
যত চাপি, সখি, তত পোড়া আঁখি
কোথা হ'তে ভ'রে আসে !
গরিমা, গুমান, লাজ, অভিমান,
সবি তায় যায় ভেসে ।

বুঝালে বুঝে না, নয়ন মানে না,
কত বা গুমরি রোই!
শুনে শুনে পিয়া, কাঁদি ফুকারিয়া,
পরাণ ফাটিল, সোই!
ক'রো না লো মানা, সরম দিয়ো না,
জান না উপেখা-জ্বালা!
ঢাকা তুষানল, এ হ'তে শীতল
কি আর কহিব, বালা!
বনে বনে ফিরি, মুছি আঁখি-বারি,
শ্যামক দরশ লাগি!
কোন পথে আসে, কোন পথে যায়—
ধরিতে ত নারি, সখি!
নিঠুর কালিয়া, কভুত ভুলিয়া
এ পথে আসে না, সোই!
ক্ষণেকের তরে দেখি আঁখি ভ'রে,
বহু ত পিয়াসী নই!
রাধা রাধা বলি, শ্যামক মুরলী,
সই লো, গাহিছে গান!

তবু ত আমার এ হৃদয় ছার
ক'রে, সই, আন্ চান্!
শ্যাম-প্রেম লাগি কি না পারি, সখি,
হইব রাধার দাসী,
এ সাধ মিটাব, তবু ত হেরিব,
শ্যামক্ মধুর হাসি!

মথুরা-ধামে।

যা লো, যা—লো, সখি, যা লো
বারেক মথুরা-ধামে!
লুকায়ে শুনিবি সেথা,
বাঁশী বাজে কার নামে?
এমনি যমুনা-জল,
কূলে কূলে ঢল ঢল,
বহিয়া কি যায় সেথা
নিধু-কুঞ্জ-বন পাছে?

সেথা কি কদম-মূলে
শিখিনী নাচিয়া বুলে ?
মথুরা-বাসী কি সেথা
শ্যাম নামে মরে বাঁচে ?
পরে কি না পীত-ধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া ?
গলে বন-ফুল-মালা
আছে কি শুকায়ে গেছে ?

মান-ভঞ্জন।

এক্ পাশেতে একাকিনী আপন-মনে ব'সে আছি,
ছোট ছোট মেয়ে-গুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ আধ, বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত !
সাধটা মনে তাদের সনে হব মিষ্টালাপে রত !
আজ্‌কে আমি মান ক'রেছি, রইলুম হ'য়ে মৌতব্রত,
ভাব্‌ছি মনে দেখব্ এরা রকম-সকম জানে কত !

বারেক দুবার চেয়ে চেয়ে, ভাবটা বুঝি বুঝ্‌লে তারা,
হাসি-খুসি মুখ-খানা আজ্ কেমন-তর আঁধার-পারা!
ভেবে চিন্তে অবশেষে, মনে ক'রে আঁচা-আঁচি,
ছোট ছোট হাতে ঘিরে, জুড়ে দিলে নাচানাচি!
এমন শক্ত জাল বুনেছে,—সাধ্য নাই যে খুলে বাঁচি!
মাঝ-খানেতে গাঁথা প'ড়ে, অবাক হ'য়ে চেয়ে আছি!

কিন্তু তবু তেমনি ধারা, মুখ-খানা আজ্ বড়ই বাঁকা,
ছোট ছোট বুকের মাঝে ঠেক্‌ছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা!
গুড়ি-গুড়ি বুড়ী হ'য়ে সমুখেতে কেউ বা এল,
সজল চোখে শুক্‌নো মুখে কেউ বা কোলে ব'সে রৈল!
কচি আঙুল মুখে পূরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আন্‌বেন হাসি আঁকুষি দিয়ে!
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা!
মরি হেসে, জান্‌লে কিসে সাধাসাধির পুরো পালা?

সুধা না গরল।

বুঝিতে পারি না, সখা, বল,
এ কি প্রেম?—সুধা, না গরল?
শিরা উপশিরা যায় জ্বোলে,
জুড়ায় না প্রলেপন দিলে,
বুঝি তবে প্রণয় গরল!
বল, সখা, বল মোরে তবে,
প্রেম যদি কালকূট হবে,
ত্যজিতে পারি না কেন তারে
রাখি কেন বুকের মাঝারে?
মাখি কেন ছানিয়া ছানিয়া?
—তবে বুঝি, প্রণয় অমিয়া?

পড়িয়াছি সন্দেহের ঘোরে
দেহ, সখা, বুঝাইয়া মোরে।
বল, প্রেম—সুখ, কিম্বা দুখ?
কেন হেন ফাটে বুক?
বল প্রেম—তাপ, কি হিমানী?
কেন এতে মরে এত প্রাণী!

প্রত্যাখ্যান।

বৃথায় যতন, হায়, কভু পারিব না।
পাষাণে রোপিতে লতা
কে কবে পেরেছে কোথা?
কঠিন পাষাণ-হৃদি, তাহা কি জান না!
কেন বৃথা দিবানিশি ঢালিতেছ আঁখি-জল,
ভিজাতে নারিবে তিল, শুখানো এ মরুস্থল!
ছলনার উষ্ণ বারি
সিঞ্চিলে সিঞ্চিতে পারি,
কোমলা ব্রততী তুমি, শুখাইয়া যাবে তায়!
এ নহে তমাল-তরু, এসো না প্রসারি কায়।
কীট-দষ্ট স্থাণু এ যে—কীটে হৃদি জর জর,
কেন আলিঙ্গিয়া তারে জীর্ণ হবে নিরন্তর!

রাধিকা।

আহা কি সুন্দর রাতি ; বিমল জোছনা ভাতি ;
যমুনা সুনীল কাঁতি, বহে দুলে দুলে লো।
চাঁদ-ভাঙা ঢেউ তুলি, যমুনা-লহরী-গুলি
অলসে পড়িছে ঢুলি, ধীরে উপকূলে লো।
মধুর মলয়-বায় ধীরে ধীরে ব'হে যায় ;
ও কে দূরে গান গায় ? মরি মরি মরি লো !
মুখানি হেরিতে ওর আকুল পরাণ মোর,
সাধ যায় কাছে যাই,—দেখি আঁখি ভরি লো।
হৃদি করে চিনি-চিনি ! আঁখি না মানে, সজনি,
যেন ওই সুর-খানি শুনিয়াছি কবে লো !
আহা কি মধুর তান, উদাস করিছে প্রাণ !
কে গাহে অমন গান, বল তোরা সবে লো !
গগনে শারদ শশী, হেসে পড়িতেছে খসি ;
গানেতে যেতেছে ভাসি—স্তব্ধ ধরাতল লো !
সুরে সাথে মেলামিলি, প্রেমে সাথে গলাগলি
উলটী পালটী স্রোতে—প্রাণ ঢল ঢল লো !

ও গান মধুর—মধু, দূরে গায় পিক-বধূ,
প্রাণ ধ'রে গোপ-বধূ কিসে রবে হায় লো!
স্তব্ধ যমুনা-কূল, চকিত হরিণী-কুল,
নন্দী মুখে কুলু কুল, বুঝি কুল যায় লো!

উৎকণ্ঠিতা।

উঠিয়া বসিয়া, পথ নিরখিয়া,
চমকি চমকি রাই;—
নিশি অবশেষে শুতিয়া পড়িল,
বঁধুয়া আসিল নাই।
লতিকা-বিতান দুলাইয়া ঘন,
বহিল প্রভাত-বায়;
মুহু মুহু কুহু, গাইল কোকিল,
পাপিয়া ডাকিয়া যায়।

অরুণ নয়ন, শ্বাস ঘন ঘন,
অধর উঠিছে কাঁপি,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
দু-করে হৃদয় চাপি ;
বলে, "খুলে দে রে কুসুমের সিঁথি
খুলে নে কমল-মালা,
মলিন যূথিকা, পূর্ব্বে রবি-রেখা,
এল না, এল না কালা !"
ছিঁড়িল টানিয়া কুসুম-আঙিয়া,
অনেক আশায় গাঁথা,
মিছে কুল-লাজ, মিছে ফুল-সাজ,
মিছে হৃদয়ের ব্যথা !

বয়ঃসন্ধি।

আজ্ হ'তে খেল্‌তে আমি
আর যাব না, বকুল-ফুল !
বিপিন বড় মুখের পানে
চেয়ে থাকে ঢুলু-ঢুল।

কে জানে ভাই লজ্জা করে,
খেল্‌তে কেমন লুকোচুরি!
চায় যদি কেউ আমার পানে,
সেথায় কেমন রইতে নারি!

নবোঢ়া।

ঐ তার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারি না, সখি!
পলাতে পায় না পথ,
আঁখিতে মিলিলে আঁখি!
চেয়ে থাকি আসার আশে,
লুকিয়ে বেড়ায় আশে পাশে;
যদি বা সমুখে আসে,
ঘোমটাতে মুখ ঢাকি!
ঐ তার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারিনা, সখি!

আদরে ধরিলে পাণি,
অমনি সে লয় টানি ;
চুমিলে অধর-খানি,
　　জলে আঁখি ছল ছল,
　　বুকে যেন নাহি বল।
সাধিলে কাঁদিলে শত,
তবু কথা কহে না ত ;
হাতেতে রাখিলে হাত,
　　নামাইয়া রাখে ধীরে,
　　দেখে না চাহিয়া ফিরে।
শুধায়ো তারে, সজনি,
কি হেতু সে গরবিণী ?
রূপ-গর্ব্বে প্রেম-মণি
পরিতে চাহে না কি রে ?

যুবতী।

মুকুরের মাঝে হসিত মু'খানি,
হরিণ-নয়নী বালা।
লাবণ্য-জোছনা তনুতে ধরে না,
রূপেতে কুটীর আলা!
খুলিয়া আঁভিয়া আঁচড়ায় চুল,
কেশের উপরে চম্পক আঙুল,
উরস সরসে কনক-মকুল
রূপের সলিলে ভাসে!
দেখে মৃদু মৃদু হাসে।
আপনার রূপে আপনি মোহিত,
নিজের সুন্দরে নিজে চমকিত;
গ্রীবার উপরে বিলোল কবরী,
এ পাশে ও পাশে দেখিছে নেহারি,
কোমল করেতে আঘাতিছে ধীরি
মনোনীত হয় না!

বলয় কিঙ্কিনী মৃদু ঝিনি ঝিনি,
বিমল ললাটে মুকুতার শ্রেণী,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা।
মনোনীত হয় না!

বাসক-সজ্জা।

বিনায়ে বাঁধিল চুল, কাণে দিল নীল দুল,
কবরীতে বেল-ফুল বিতরে সুবাস;
নব মল্লিকার মালা যতনে গেঁথেছে বালা;
কটিতে মেখলা মালা, পরে নীল বাস।
হতাশ নয়নে চায়, কই এল না ত হায়!
নিশি যে পোহায়ে যায়, বৃথা ফুল-সাজ গো
নয়নে কজ্জল-লেখা, অধরে তাম্বুল-রেখা,
বাসর কাটিল একা, ছিছিছি কি লাজ গো

বিরহিণী।

মরিতেও সাধ নাই, জীবনেও নাই সুখ,
কি জানি কি ক'রে গেছে, বঁধুর মধুর মুখ!
পরাণে অনল জলে, নিবাইতে নাহি চায়,
জলিতেছে দিবানিশি, আরো দহে সাধ যায়!
মিলন মধুর ছিল, বিরহও মধু তার!
নহে কোন্ সাধে এবে, বহে জীবনের ভার?

প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

ব'সে ওই মেঘের পরে
সাধ করে, সই, যাই লো ভেসে,
হৃদয়ের ধন—প্রাণের রতন
আছে যথায়—যাই সে দেশে!
চুপে চুপে গিয়ে কাছে
দেখিব সে কেমন আছে,
কি দিয়ে বুক বাঁধিয়াছে—
সুখে কি আছে বিরসে।

আর, মুছে মুছে আঁখি-বারি
দিন না গণিতে পারি!
একেলা বাঁচিতে নারি,
তার মিছে আসার আশে!

বিরাগিনী।

কেন বেঁধে দিলি চুল,
পরাইয়া দিলি ফুল,
কেন বা পরালি দুল,
মকুতার হার লো?
নয়নে কাজল দিয়ে
কেন দিলি সাজাইয়ে,
নীল বাস পরাইয়ে
করালি বাহার লো।
যৌবন—মিছার জানি,
সুখ—মরীচিকা মানি,
হইব যোগিনী আমি
কাজ নাহি সাজে লো।

পরিব না প্রেম-ফাঁসি,
মুক্ত প্রাণ ভালবাসি,
প্রেমের সোহাগ-রাশি,
বাসি সম বাজে লো।

প্রেমময়ী।

মনের মাঝারে যদি দেখাবার হ'ত, সই,
তবে দেখাতেম খুলে, কত যে যাতনা সই!
হয় ত দেখিতে পেলে,
ঘৃণা ক'রে দিতে ফেলে,
আবরণে আছে ভাল, কিন্তু বড় বোঝা বই!
—কিম্বা, আরো ভালবেসে
যেতে এ পরাণে মিশে,
যেমন জলেতে জল, হ'য়ে যেতে প্রাণময়ী!

বিধবা।

প্রাণের মাঝে শ্মশান-ভূমি, চারি দিকে উড়্‌ছে ছাই ;
শকুনি, গৃধিনি, শিবা—হৃদি নিয়ে ঠাঁই ঠাঁই।
কোলাহল, বিবাদ বাঁধে, কেবল টানাটানি করে,
সুখ, সাধ, আশা, তৃষা, মরিছে সন্তাপ-জ্বরে।
কোথায় কোন্ অন্ধকারে প্রেতাত্মা করিছে বাস !
মাঝে মাঝে ডাকে কারে,—শোনা যায় দীর্ঘ-শ্বাস !

পথে কে চলেছে গাই'।

অশ্রু-জলে ভরা আঁখি, তারে না দেখিতে পাই,
নীরব নিশীথ পথে কে দূরে যেতেছে গাই' ?
কতদিন—কতদিন—কতদিন পরে আজ,
হেরিতে মানব-মুখ হৃদয়ে হ'তেছে সাধ !
দাঁড়াও দাঁড়াও, পান্থ, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতেছিলে বারেক আবার গাও !
প্রতি নিশি শুনি গান, পথে চলে কত লোক,
গেয়ে যায় ক্ষুদ্র ব্যথা, ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, শোক।

সমীরণে ভেসে আসে, সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান, কথায় জনম কায়।
জানিনা, জানিনা কেন আজিকে তোমার গানে,
অতীতের স্মৃতি-গুলি স্বপ্ন-সম আসে প্রাণে!
যাতনার উৎস ছুটে,
আগ্নেয় ভূধর ফেটে,
নীরবে দহিতেছিল প্রাণের গভীর-তল;
ও তব আকুল তান
আকুল করিছে প্রাণ,
গাও গাও; গাও, পাখি, নয়নে আসিছে জল।
আশায় উছসি ওঠে আকুল মরম-তল।

মধুর জোছনা-নিশি, ও তব মধুর গান,
অশরীরি সুখ-ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ!
যে ফুল ফুটিবে দূর—কালের নন্দন-বনে,
কঁড়ি-গুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে।

সমাধিস্থান।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর পরে উঁচু নিচু শির তুলি,
কুয়াশা-আচ্ছন্ন হ'য়ে জাগিছে সমাধি-গুলি।
কতগুলা আধ ভাঙা, হেথা হোথা ইট প'ড়ে,
জানাতেছে বহুদিন যে গেছে পৃথিবী ছেড়ে!

কোথাও বা লতা, গুল্ম ব্যাপিয়া সমাধি হিয়া;
শৈবালে ঢেকেছে চিহ্ন শ্যাম আবরণ দিয়া।
জানিতে দেবেনা হায় কে অভাগা আছে হেথা,
পেয়েছিল কত ক্লেশ, পেয়েছিল কত ব্যথা!

ফুটেছিল প্রাণে কত আশার মুকুল-রাশি!
আধফুটো ফুল কত শুখায়ে গিয়াছে খসি!
কেমন হৃদয় ল'য়ে এসেছিল অবনীতে,
জানি নাক কত দিন গিয়াছে এ ধরা হ'তে।

এ হেন নির্জ্জন স্থানে, ফুল-সাজি ভূমে ফেলে,
একাকিনী অভাগিনী কে ব'সে সমাধি-স্থলে?

পা দুখানি ঝুলাইয়া, জানু পরে হস্ত রাখি,
এলোথেলো কেশ বেশ, মুদিত কোরক আঁখি!

বহিছে নিশ্বাস মৃদু, কাঁপিছে অধর দুটি,
কম্পিত হিয়ার মাঝে কি ভাব উঠিছে ফুটি?
মগনা কাহার ধ্যানে, বাহ্যজ্ঞান গেছে ছেড়ে—
পাষাণ মুরতিখানি কে যেন গিয়েছে গ'ড়ে!

পর্ব্বত প্রদেশ।

নীল উচ্চ শির তুলি
সুদূরে পাহাড়-গুলি
মেঘের কোলের কাছে মেঘের মতন,
যেন এক-খানি আঁকা ছবি সুশোভন।
শীতের প্রভাত-কালে,
আচ্ছন্ন কুয়াশা-জালে,
এখনো ফোটেনি ভাল—সুনীল বরণ।—
ধূমে ঢাকা ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসী যেমন।

অরুণ, পূরব ধারে
জলদ রঞ্জিত করে,
ঢালিয়া সিন্দুর রাশ রাশ;
উপত্যকা, বন-ভূমি,
কিরণ—জাগায় চুমি,
প্রকৃতির মুখে স্বর্ণহাস।
নব দুর্ব্বা মাঠ পরে,
মুকুতা ঝলিত করে
নিশির শিশির-কণা-চয়;
শ্যামল তৃণের পরে
সুদূরে হরিণী চরে,
মৃদু শব্দে চমকিত হয়।
সুনীল শৈলের কায়,
শৈবাল আবৃত তায়;
ঝরণার ঝর্ঝর পতন,
দ্রবিত রজত রাশ,
ফলিত অরুণ-হাস,
পতিত মুকুতা-প্রস্রবণ।

দিগন্তে মেঘের গায়,
তরু-শির দেখা যায়,
মোটা কালো রেখার মতন।
নারিকেল-তরু-সারি
দাঁড়াইয়া সারি সারি,
পিছে তাল, সুপারির বন।

পাড়া গাঁ।

রোদ্ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা ;
চুপ্ড়ি হাতে যায় ক্ষেতেতে
প্রাতে কৃষক-বালা।
শীতের প্রভাত নয় প্রতিভাত,
কুয়ার ধুঁয়ায় ঢাকা ;
সুদূর দূরে, নাই কিছু রে,
কেবলি ধূম-মাখা।
তুলছে খুঁটী কলাই শুঁটী,
ক্ষেতের মাঝে ব'সে ;

বালক রবির সোণার কিরণ
গায় পড়ে'ছে এসে!
ছোট ছোট হ'ল্‌দে ফুলে
স'রষের ক্ষেত আলা ;
পুরব ধারে, মেঘের শিরে,
রাঙা সোণার থালা !
গাছের খোপে, ঝোপে ঝাপে
পাখীর বাসা বাঁধা ;
কাঁপিয়ে ডানা, চিঁ চিঁ ছানা
মায়ের ঠোঁটে আদা।
পথের ধারে, ঝিলের তীরে
বক শাদা শাদা ;
খেজুর গাছে গলার কাছে
কলসী-গুলি বাঁধা।
কুঁড়ের পিছে তালের গাছে
বাবুই বাসার সার।
কি চাতুরী কারি-গরি,
মানুষ মানে হার।

স্বপ্ন।

বকুলের ডালে বসি গাহিতেছে পাপিয়া,
সুদূর আকাশ, বন সুরে দেছে ছাপিয়া!
—দুপুরে নিজন ঘর,
বায়ু বহে ঝর ঝর,
পাতাদের সর সর, লতা ওঠে দুলিয়া;
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল,
ঘুমে আঁখি ঢুলু ঢুল,
শিথিল কবরী চুল পড়িয়াছে খুলিয়া।
আধ তন্দ্রা, ঘুম-ঘোর,
স্বপনে পরাণ ভোর!
মৃদু শ্বাসে হৃদি-খানি উঠিতেছে কাঁপিয়া!
মলিন অধর দুটি,
ধীরে হাসি ওঠে ফুটি,
দু বিন্দু মুকুতা-অশ্রু, সুখ-সাধে চাপিয়া!

কবি।

সর্ সর্ তর্ তর্ তরঙ্গিণী কুল কুল ;
নিবিড় নিম্বের শ্রেণী ; স্নিগ্ধ, শ্যাম উপকূল।
সুদূরে সুনীল শৈল, পরশিয়া নীলাম্বর ;
সায়াহ্নে গগন-পটে কাঁচা স্বর্ণ মেঘ-স্তর।
তরঙ্গের ঝিকিমিক, গাহে বিহঙ্গম-কুল,
তরু-মূলে ব'সে কবি, ভাবে আঁখি ঢুলু ঢুল।
ভাসা ভাসা চোখ দুটি, থেকে থেকে শূন্যে চায়,
সহাস অধর দুটি, কুন্তলে লুটিছে বায়।
না জানি কাহারে দেখে, কাহার ভাবেতে ভোর !
সাধ যায় দেখি গিয়ে—লুকায়ে পরাণ ওর !

কে তোরা ?

কে তোরা চাঁদের হাট, এলি কোন্ স্বর্গ হ'তে,
আগুলে দাঁড়ালি পথ, বাঁধিতে সংসার-স্রোতে !
জীবনটা যেতেছিল এক-টানা নদী যেন,
কোথা হ'তে এসে তোরা উজানে বহালি হেন !

এই কি তোদের কাজ, বেঁধে ছেঁদে, ঘিরে ঘুরে,
রাখিতে, শতেক পাকে, সংসার-গারদে পুরে!
বেঁধে সুখ পাস্ যদি, না হয় বা বাঁধা রই।
ফেলিয়া ত যাবি নাক, খেলিয়া ছুদিন বই?

হাত ধরাধরি ক'রে।

জীবনের স্রোতস্বিনী অনন্তের পানে ধায়,
মিশায়ে সমুদ্র কায়ে, সমুদ্র হইতে চায়।
তুমি কেন তার লাগি সদা কেঁদে কেঁদে মর!
অশ্রু-জল-প্রবাহে সে ক্ষীণ কায়া বৃদ্ধি কর!
সলিল-বিম্বের পানে এক্‌বার দেখ চেয়ে।
বৃহৎ বিম্বের পাশে কেমন সে মেশে ধেয়ে।

জগতের এই রীতি কে তোর দোসর বল,
আঁকড়ি আছ যে প'ড়ে, কাহার সমাধি-তল?
মিছে আর কার তরে আছ বাহু পসারিয়া,
দেখ না যেতেছে চ'লে সবে ওই ফাঁকি দিয়া!

পতঙ্গ ছুটিয়া গিয়া অনল-সৌন্দর্য্যে মরে!
প্রাণের এ আঁকু-বাঁকু অনন্তে পাবার তরে।

শিশুর মতন কাঁদি গড়াগড়ি দিয়া ভূমে
রোদন করিছ মিছা ভ্রম-কুহেলিকা-ধূমে!
দীর্ঘশ্বাস—উপহাস, মুছে ফেল অশ্রুজল;
জগত যেতেছে ছুটে তোর কেন নাহি বল?

কোথা বাঁকা-চোরা নাই, সকলি কি সমতল?
চোখ খুলে চল চ'লে, উছটে ম'রে কি ফল?
একাকী ত এলি ছুটে, একা যেতে নাহি বল?
হাত ধরাধরি ক'রে চল্ সবে যাই চল্।

ধীরে ধীরে।

কাছে এসে আধ-পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যায়?
মরমে উঠিয়ে সাধ প্রকাশিতে ম'রে যায়!
বলি বলি ক'রে কথা; রজনী করিল ভোর;
চেয়ে চেয়ে পথ-পানে, চোখে এল ঘুম-ঘোর!

বাতাসের সাড়া পেলে চমকি দূরেতে যায়—
মনে কি বুঝে না মন, আপনা চেনে না, হায় !
ফুটিছে মল্লিকা নব, ছুটিছে দক্ষিণাবায় ;
প্রকৃতি কুন্তল মাজি কুসুমে সাজায় কায় ;
কোকিল কুহরে কুহু, পরাণে প্রেমের ঘোর ;
বসন্তের অনুরাগে শীতের যামিনী ভোর।
চরণের শত বাঁধা ফেলো ফেলো খুলে, দূরে !
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি দেখ সারা-নিশি পূরে !
কি কথা র'য়েছে ঢাকা বল গেয়ে মৃদু গান,
হৃদয় দুয়ার খুলে প্রাণে তুলে লও প্রাণ !
আশার স্বপনে থেকে বহিয়ে যে গেল বেলা,
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা ?
দিগন্ত আঁধার ক'রে আসিছে তামসী নিশি,
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি !

আধ-খানা।

কি এক স্বপন-ঘোর মরম-মাঝারে গো,
অজানা বিরহ-তাপে আকুল নিশ্বাস!
প্রফুল্ল যৌবন-বনে, সুখদ বসন্ত-দিনে
কার স্মৃতি ব'হে আনে কুসুম-সুবাস!
তটিনী তটের কূলে ব'হে যায় দুলে দুলে
ঘুমন্ত পরাণ চাহে মেলিতে নয়ান!
কোন্ দেশে কোথাকার— মনে পড়ে বার বার
—চেন, চেন আধ মৃদু, সোহাগের গান!
জোছনায় রাশি রাশি উছলি এসেছে হাসি,
পিছায়ে র'য়েছে কোথা তার প্রেম মুখ!
এই দেখি—এই দেখি, আঁখিতে না মিলে আঁখি,
আকুল উচ্ছাস ভরে, কেঁপে ওঠে বুক!

সুনীল দিগন্ত হ'তে আরেক দিগন্তে পাখী
উড়ে যায়, গেয়ে যায় গান;
বুঝিতে পারি না, হায়, কি সম্বাদ দিয়ে যায়,
উদাস হইয়া যায় প্রাণ!

মরমরি লতা পাতা, মৃদু মৃদু কার কথা
কহে যেন বাতাসেতে দুলে ;
কে যেন আমারে চায় তারে ভুলে গিয়ে হায়,
ঢেউ গণি সমুদ্রের কূলে !
আকাশের পানে চাই— তারা-গুলি আছে চাই,
জেগে কারে দিতেছে পাহারা !
প্রকৃতি চ'লেছে গাই, পাছে পাছে যেতে চাই,
আগে সিন্ধু—না পাই কিনারা !

প্রিয়তম।

উথলিয়া ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার,
ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহ্য আবরণ !
মনে পড়ে কত কি যে উষার, সন্ধ্যার—
শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ গর্জ্জন !
অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া
শুখাইয়া গেছে ঝ'রে নিদাঘ-দহনে;
বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া
বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া গোপনে।

আশা ত জ্বলিয়া গেছে, জানি নাক হায়,
কোন সূত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন ?
শূন্য পথে ফিরিতেছে শূন্য প্রাণ হায় !
অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্ আকর্ষণ ?
কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে,
আশ্বাসি রাখিতে মোরে হৃদি-হীন দেশে !

বর্ষা ।

আকাশ ঘিরে মেঘ ক'রেছে,
কালো আঁধার ছায় ;
রূপার ডানা বকা মামা
কোথায় উড়ে যায় !
শ্যামের বুকে শোভে যেন
জুঁইয়ের গড়ে-মালা,
কালো কেশের মাঝে যেন
মুক্তা মালার দোলা ।
রংয়ের কোলে রং সাজানো,
রেখার কোলে রেখা ;

কে সুতনু রঙিন ধনু,
ও কার যাচ্চে দেখা!
চিকুর ঝলা তীরের ফলা,
ঝক্‌মকিয়ে যায়,
কে রে বীর মেঘের আড়ে
কামান ছুড়ে ধায়?
মোটা মোটা জলের ফোঁটা
গজমতির মালা,
ও কার গলা গেল ছিঁড়ে
লেগে তীরের ফলা!

বৃষ্টি ধারা বেঁধে ধরা,
ধূলা গেল ম'রে;
গাছের পাতা, মাথার ছাতা,
কাঁদে অঝোর ঝরে।
ভাঙ্গে হাট, দোকান পাট,
ভিজে চিঁড়ে ভাত,
আকুল পথিক এ দিক ও দিক,
মাথায় কচুর পাত।

হাঁস দু-ধারি সারি সারি
ভেসে বেড়ায় জলে,
ডিঙি বেয়ে, পালায় মেয়ে,
বৃষ্টি এল ব'লে।

বাঁশরী।

বাঁশরীর রন্ধ্র দিয়া আসিছে কাহার হিয়া,
হৃদয়ে করিছে পরবেশ;
জানি না হরিতে প্রাণ কার এ গানের তান,
ভরিল যমুনা-কূল দেশ।
কি ছার শবদে সাধা গাহে বাঁশী রাধা রাধা,
সে কি গো জানে না আনভাষ!
কুলবতী কুলনারী, নাম ধ'রে ডাকে তারি,
দেখা পেলে ঘুচাই পিয়াস!
টল টল, ঢল ঢল, চঞ্চল যমুনা-জল
স্বর শুনি অধীর পরাণ!
কম্পিত তরু লতা লাজে মর মর পাতা,
কোকিলার কুউ কুউ তান।

(২)

নীরব নিশীথে মরি, কে গায় বাঁশীতে গান?
পরশ করিছে হৃদে ও তার আকুল তান!
চকিত নয়ন হায়, শবদ অন্বেষি ধায়,
শত বাধা পায় পায়, উচাটিত মন প্রাণ।
কেন গো অমন ক'রে গাহে সুমধুর স্বরে,
র'তে কি দিবে না ঘরে, টলমল কুল মান।
নীরব নিশীথে হায়, কে গায় বাঁশীতে গান?

গীতি-কবিতা।

সুছন্দে কুন্তল গাঁথা, ভাবের কুসুম-কলি,
কবির মানস-বালা, অতুলন রূপ-ডালি!
বীণার সুতান গলে,
বচনে অমিয়া ঢলে,
নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-রাশি!
প্রতি পদ-ক্ষেপে মধু,
গুঞ্জরে ভ্রমর-বধু.
মধুরতা—মুখ-বিধু ঠোঁটে সরলতা হাসি!

কি বলিব হায়!

কেন প্রাণ কাছে কারো যেতে নাহি চায়?

গেছে বসন্তের দিন,

কুসুম সুবাস-হীন,

আজি বরিষার দিনে কি দিব তাহায়!

কি বলিব হায়!

কিছুই সে নাই আর,

শুধু আছে অশ্রু-ধার,

পরাণের হাহাকার পাছে পাছে ধায়!

বল দেখি, এ নিয়ে কি কাছে যাওয়া যায়?

আজি বরষার দিনে কি দিব তাহায়!

সরসী-জলে শশী।

কি দেখাও, সরসি?

হৃদয়ে ধ'রেছ তুমি গগনের শশী।

আনন্দ-লহরী মেখে, গরবে উঠিছ কেঁপে,

হাসিতেছ টিপি টিপি সোহাগের হাসি।

ভাবিছ অমন চাঁদ, আর আছে কার ?
কচি মুখে সুধা-হাসি, ঝরে সুধা-ধার।

হ'য়ো না, সরসি তুমি, মত্ত অহঙ্কারে,
ওই দেখ মাতৃ-অঙ্কে শিশু শোভা ধরে !
তব চাঁদ-মুখে মসি, কলঙ্কের দাগ,
মোদের চাঁদের মুখে নব তাম্ররাগ !
তব চাঁদ দিবা-নিশি ভাতি না বিকাশে,
আমাদের অঙ্কে চাঁদ নিশি দিন হাসে !

খেলিতে তোমার চাঁদ না জানে, সরসি,
নক্ষত্র-বালিকা মাঝে সুধু থাকে বসি।
খেলিতে মোদের চাঁদ, তব চাঁদ সনে,
ক্ষুদ্র দুই-খানি কর আন্দোলি সঘনে,
কচি কচি দন্ত-গুলি, বিকাশিয়া কুন্দ-কলি,
মনের হরষে ভাসে, আধ আধ ডাকে !
আয় চাঁদ—'আই আই ঘন ঘন দেয় তাই,
ছি ছি, কেন গো তোমার চাঁদ সুধু চেয়ে থাকে !

অনর্থ ব্যাকুলতা।

কেন আজি ভার এত পরাণ আমার,
অবসন্ন হ'য়ে হৃদি পড়িতেছে কেন?
বোধ হয় ধরা-খান শূন্য, ধূম্রাকার,
কি নাই—কি নাই, কারে হারায়েছি যেন!
কি করিতে এসে হেথা, কি যেন হ'লো না,
ব'হে মরি প্রাণে যেন অভিশাপ কার!
সব আছে, সুখ নাই, যেন আধ-খানা,
শূন্য প্রাণ—শূন্য মন—বিরহে কাহার?
প্রকৃতি, বুঝাও দেখি এ কাহার শোক?
বুঝিতে পারিনি আজো কিসের এ ভোগ?

এস।

উন্মুক্ত ক'রেছি হৃদি-কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়-হীন এস, এস ভাই!
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবার মাঝারে আমি মিলাইতে চাই।

ভাল বাসিতাম আগে বিরল নির্জ্জন,

পত্রের মর্ম্মর মৃদু, ঘুঘুটির গান;

এখন একেলা থাকা বড়ই যাতন,

উঠিছে প্রাণের মাঝে মিলনের তান!

তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,

সাধ—হারাইব এই তুচ্ছ সুখ দুখ;

তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,

দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ!

এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,

জীবন-সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা!

উপসংহার।

অনন্তে ভাবিয়া অন্ত হয় যদি, হোক্ প্রাণ,

তাই আমি চাই।

রাশি রাশি ধূলা-মাঝে মিশাবে ধুলির কণা,

তাহে খেদ নাই।

এই বড় খেদ মনে, সময়ে অমূল্য নিধি

জেগে ঘুমাইয়া কত দিয়াছি ছাড়িয়া!

এই বড় খেদ মনে, চিনিতে না পেরে রত্ন
অযত্নে অঞ্চল হ'তে ফেলেছি ঝাড়িয়া !
এ খেদ রহিল মনে, পাইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ
দুই হাতে নারিনু বিলাতে ;
পরের রতন সম, কৃপণের ধন সম,
আগুলি রহিনু দিনে রাতে!
রহিল বেদনা মনে, সুবিশাল সিন্ধু-হৃদি
ঢাকা নীল আকাশের তলে,
কি তার বিশাল ঢেউ দেখিতে পেলে না কেউ,
কত রত্ন দীপ্ত নীল জলে !
আমি ত অঙ্গার খণ্ড ছায়ে হব পরিণত,
চিহ্ন মাত্র হইবে বিলীন ;
কে জানিবে যুগান্তরে সংখ্যার সমষ্টি-মাঝে
ছিল এক অতি ম্লান দীন !

শেষ।

লিখিবার সাধ 'শেষ', না পাই কিনারা,
অসীম অনন্ত-মাঝে হই দিশাহারা!
কিসের লিখিব শেষ, থেকে মাঝ-খানে?
কে জানে কোথায় শেষ মানব পরাণে!
কোথা অশ্রু-পারাবার—দেখিতে না পাই,
হয়নি আশার শেষ বেঁচে আছি তাই!
তবে কি লিখিব 'শেষ'—গান সমাপন?
হায় রে হবে কি কভু থাকিতে জীবন!
লিখিব কি তবে শেষ হ'লো অশ্রু-কণা?
তা হ'লে মুহূর্ত্ত তরে আর বাঁচিব না!

সমাপ্ত।